"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

জীবোদ্ধার।

বালক-সঙ্গীত।

চৈতন্য-লীলা।

শ্রীরসিকলাল চক্রবর্ত্তী
প্রণীত।

শ্রী হরলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

১১০ নং কলেজষ্ট্রীট, গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসে
শ্রীগৌরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬।

ভূমিকা।
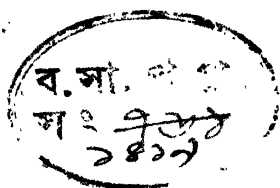
"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

অধুনা বঙ্গে কত কবি কতরূপ ভূমিকা দ্বারা গ্রন্থের মুখ-বন্দনা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি কিরূপ ভূমিকা দ্বারা গ্রন্থের মুখ-বন্দনা করিব, তাহা ভাবিয়া না পাওয়ায় সেই জগত-পাতা পতিত পাবন পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীহরির শ্রীচরণারবিন্দ বন্দনা পূর্ব্বক, ভাবগ্রাহী ভক্ত মণ্ডলীর নিকট করপুটে আমার নিবেদন যে, সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী আর্য্য-সন্তানদিগের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য নবদ্বীপোদিত, ভক্তভাবধারী, প্রেমাকর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের চরিত্র অবলম্বন করিয়া, আমি এই জীবোদ্ধার নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থে ভগবদ্গুণানুবাদ বালক-সঙ্গীত যথাসাধ্য বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে ভগবৎ-ভক্তগণ যদি সানুগ্রহে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি গ্রহণ করতঃ ভক্তি সংকারে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করেন, তাহা হইলে এই দীন হীনের পরিশ্রম সফল হইবেক।

রায়গ্রাম।
নলডাঙ্গা পোষ্ট, যশোহর।
শ্রীরসিকলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রিকা।
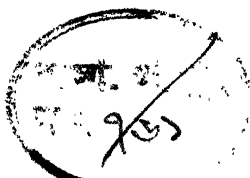
বালক সঙ্গীত। ১নং

নমো জয় হরে মুরারে।
ইন্দুবরণ অঙ্গ নমো গৌরাঙ্গ দণ্ডধারী.
ভকত জন, মনো-মোহন, নদীয়া বিহারি—
অদ্বৈত সাধু সঙ্গে, নিত্যানন্দ সহরঙ্গে,
হরিনাম ধ্বনি, দিনযামিনী, ভাসিছে প্রেমতরঙ্গে,
দেহি দুর্ল্লভ, পদ পল্লব, গোপী বল্লভ দানবারি,
কৃপা অপাঙ্গে, হের পাপাঙ্গে, বিনোদ বিপিন চারী,
রসিক-মতি, সদা ভকতি, শ্রীপাদ-ভিকারি ॥

নমস্তে শুভদায়িনী, সুখদাত্রী শ্বেতাঙ্গিণী,
শ্বেত সরোজবাসিনী, কেশব বাসনা।
বাগবাদিনী বীণাপাণি, বিদ্যা বুদ্ধি স্বরূপিণী,
মাধব মনোমোহিনী, ইন্দু নিভাননা ॥
(মাগো) তব পদে রেখে মতি, দেবাদির পূজ্য অতি,
দেব গুরু বৃহস্পতি, খ্যাত ত্রিভুবনে।
ঐ পদ ভেবে মার্কণ্ড, করেন অদ্ভুত কাণ্ড,
দেবীর মাহাত্ম্য কাণ্ড, চণ্ডীর বর্ণনে ॥

বাল্মিক ঐ পদ বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
বিখ্যাত সকল স্থলে, রামগুণ কীর্ত্তনে।
ঐ পদ করিয়ে আশ, সুবিখ্যাত বেদব্যাস,
কবিত্ব করি প্রকাশ, গীতাবেদ পুরাণে॥
হ'য়ে মা তোমার দাস, মহাকবি কালিদাস,
কৃত্তিবাস কাশীদাস; কবি বলে খ্যাত।
মা তোমার পদ সেবি, ভারতচন্দ্র মহাকবি,
বঙ্গকবি কুলরবি, হইল উদিত॥
তব ভক্ত জয়দেব, জগতে কি তুল্য দেব,
তার তুল্য নহে দেব, হরি গুণ কীর্ত্তনে।
মা তব পদ প্রসাদে, নিয়ত রামপ্রসাদে,
ধন্য ধন্য উচ্চনাদে, বলে সর্ব্বজনে॥
তব পদে সঁপে মতি, দ্বিজবর দাশরথি,
পাঁচালিতে পূজ্য অতি, ভারতে হইল।
ভেবে মা তব চরণ, আধুনিক কবিগণ,
হেমাদি মধুসূদন, সুযশঃ লভিল॥
মা তব পদ ভাবনা, করেছে ভবে যে জনা,
করেছ মনস্কামনা, পূর্ণ তুমি তার।
(তাই) তব পদ হৃদে রাখি, মা তোমারে সদা ডাকি,
মনস্কামনা পূর্ণ কি, হইবে আমার?

আমি বিদ্যা-বুদ্ধি-হীন, মূঢ়মতি অতি দীন,
হ'য়ে দুরাশার অধীন, ভ্রমি ধরাতলে।
কুড়ে বাঁধ্‌তে সাধ্য নাই, অট্টালিকা ক'র্ত্তে চাই,
সমুদ্রে ভেলা ভাসাই, পার হব বলে॥
আশার কুহকে ভুলে, কবিত্ব-সিন্ধু অকূলে,
ভাসিতেছি মোরে কূলে, লহ গো জননী।
দীন-দুঃখ বিনাশিয়া, তোষ মাগো হরি-প্রিয়া,
স্বগুণে সন্তানে দিয়া, চরণ তরণী॥

সঙ্গীত ২নং।

কুরু করুণা মা বীণাপাণি।
হ'য়ে কণ্ঠেতে আসীনা, (জননী) দীনের বাসনা,
পূর্ণ কর বাগ্‌বাদিনী।
এ সভা-সাগর, হেরিয়ে দুস্তর, ডাকি মা জ্ঞানদায়িনী।
আর কেউ নাই তোমা বিনে, (জননী) তার জ্ঞান হীনে.
দিয়ে অভয় চরণ তরণী॥
কল্পনা কুসুমে গাঁথিবারে হার, সতত বাসনা করে মন আমার,
নাহি বিদ্যা বুদ্ধি ভরসা তোমার, ওমা শ্বেতবরণী।
তব পদ সেবি, কত মূর্খ কবি হয়েছে সরোজবাসিনী,
আজ তেমতি রসিকে, (জননী) তোষ মা রসিকে স্বগুণে
জ্ঞান প্রদায়িনী॥

ত্রিপদী ।

শ্রবণে মঙ্গল অতি, অতি অপূর্ব্ব ভারতি,
এ ভারতি নাহিক ভারতে ।
বেদ বেদান্তের পার, অভিনব অবতার,
সুপ্রচার হইল ভারতে ॥
ভাগবতে আছে উক্ত, হ'য়ে অষ্টপাশ মুক্ত,
ভক্তিযুক্ত সদানন্দ চিতে ।
দিয়ে স্বার্থ বিসর্জ্জন, ব্রহ্মপদে সদা মন,
প্রাণপণ জগতের হিতে ॥
জ্ঞানিগণ-অগ্রগণ্য, তমাদি বিকার শূন্য,
কৃত পুণ্য সদা সদাচার ।
জিতেন্দ্রিয় সত্য-পর, নাহি ভেদ আত্মপর,
সেই নর, ঈশ্বর-অবতার ॥
তা হ'লে গৌরাঙ্গ প্রভু, নহেন সামান্য কভু,
নিজে বিভু, আসি নররূপে ।
শচীগর্ভ সুধাসিন্ধু, হ'তে অকলঙ্ক ইন্দু,
উদয় হ'লেন নবদ্বীপে ॥
ফাল্গুনের পৌর্ণমাসি, চন্দ্রে রাহু গ্রাসে আসি,
ধরাবাসী বলে হরি হরি ।

সেই শুভযোগ ধরি, শচী-গর্ভ পরিহরি,
ভূমিষ্ঠ হলেন গৌরহরি ॥
গৌরবরণ অঙ্গ, নিরখি নাম গৌরাঙ্গ,
রাখে যত নর নারীগণে।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, হয়ে আনন্দে বিহ্বল,
আসে সবে গৌর দরশনে ॥
গৌরী লক্ষ্মী সরস্বতী, শচী রম্ভা অরুন্ধতী,
আদি যত দেব নারীগণ।
স্বর্গধাম পরিহরি, ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি,
আসি সবে করেন দর্শন ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগত পূজিতা আর্য্যা,
শ্রীগৌরাঙ্গে করি দরশন।
হ'য়ে আনন্দিত অতি, কহিলেন শচী প্রতি,
ধন্য শচী তোমার নন্দন।
দেখি নাই হেন রূপ, আমরি কি অপরূপ,
পুত্র-নাম রাখহ নিমাই।
ডাইন পিশাচ দলে, খাবে নাকো তিক্ত বলে,
যাবে বিঘ্ন মা তোরে জানাই।
শচী কন রাখিলাম, নিমাই পুত্রের নাম,
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে দেবী।

থাকি সদা নিরাপদে, রাখি মতি হরিপদে,
পুত্র মোর হ'ক চিরজীবি।
তথাস্তু বলিয়া বাণী, যান সীতা ঠাকুরাণী,
পরে শুন অপূর্ব্ব কথন।
দেবগণ নররূপে, আসি সবে নবদ্বীপে,
শ্রীগৌরাঙ্গে করেন দর্শন॥
সবার বাড়ে আনন্দ, প্রেমে মত্ত সদানন্দ,
অশ্রুজলে ভাসে দুনয়ন।
বাহু তুলে কুতুহলে, মিলি সব দেব দলে,
হরিগুণ করেন কীর্ত্তন॥

গীত। ৩ নং

আহা মরি মরি, অমৃত লহরী, হরি হরি বল বদনে।
দিন যায়, দিন যায়, পাবি পরিত্রাণ ভব বন্ধনে॥
হরিবোল, হরিবোল, বল বিচরণে, রণে জাগরণে।
হরি ত্রিতাপ তারণ, সর্ব্ব কারণ-কারণ, দুঃখ হরণ,
জনম মরণ, বিপদ বারণ, তাকে ব্রহ্মা ভাবে, ব্রহ্ম-ভাবে,
সদা শিব সদা শিব জ্ঞানে, হরি বল ভাই,
(পরিণাম বন্ধু কৃপাসিন্ধু হরি) মুনিগণে তপোবনে,
অনশনে, হরিগুণ গায়, সাধুগণে, ত্রিভুবনে, নাম কীর্ত্তনে,
প্রেম পায়, শমন দমন, পতিত পাবন,

তাঁরে ডাক দেখি মন তাঁর নাম ধরে,
তাঁরে ডাক দেখি মন, হরি হরি ব'লে তাঁরে,
মানব জনম সফল হবে তাঁরে ডাক দেখি মন,
অবিরাম, হরিনাম, সুধা রসনে, রসিক-রসনে ॥

পয়ার।

দেবগণ সংকীর্ত্তন সমাপন করি।
অদর্শন সবে হন ব'লে হরি হরি ॥
পরে আসি হাসি হাসি মিশ্র কুতুহলে।
জগন্নাথ জগন্নাথ পুত্র নিল কোলে ॥
কি আনন্দ শ্রীগোবিন্দ হ'লেন কুমার।
ভাগ্যবান্ নাহি আর সমান আমার ॥
প্রেম ভরে স্তব করে গৌর কোলে রাখি।
হরি ব'লে অশ্রুজলে ভাসে যুগল আঁখি ॥
হরিধ্বনি কর্ণে শুনি গৌরাঙ্গ তখন।
প্রেমে চিত পুলকিত করেন রোদন ॥
সে রোদন সম্বরণ হইল যখন।
পুনরায় শচী ঠাঁই দিলেন নন্দন ॥
বিপ্রগণে স্বভবনে আনি নিমন্ত্রিয়ে।
মহোৎসবে তুষ্ট সব ধন রত্ন পেয়ে ॥
পায় দান অপ্রমাণ যত দীন হীন।
এই মত ক্রমে গত হল কিছু দিন ॥

যথা ধর্ম্ম জাত কর্ম্ম করি সমাপন।
শুভদিনে শুভক্ষণে দেন অন্নাশন॥
পঞ্চবর্ষে, মিশ্র হর্ষে হাতে খড়ি দিলা।
পাঠাভ্যাস গঙ্গাদাস স্থানে করাইলা॥
ব্যাকরণ দরশন সাহিত্য সংহিতা।
বেদ স্মৃতি কাব্য শ্রুতি ভাগবত গীতা॥
আদি সর্ব্ব শাস্ত্রে দিব্য জনমিল জ্ঞান।
বিদ্যাবলে ধরাতলে হ'লেন প্রধান॥
হ'য়ে যোগ্য করি যজ্ঞোপবীত ধারণ।
অবিরাম হরিনাম করেন উচ্চারণ॥
হরি প্রেমে মত্ত ক্রমে বাড়ে অনুরাগ।
হরি ধ্যান হরি জ্ঞান হরি যোগ যাগ॥
ভক্ত ভাবে ভক্তি ভাবে ভাবি শ্রীচরণ।
হরি পদ ব্যাখ্যা পদ করেন কীর্ত্তন॥

গীত। ৪ নং

মন মোহ মদ লোভে যেন হরিপদ ভুলনা।
বিপদে সম্পদে কর হরি-পদ সাধনা॥
সদা শিব যে পাদপদ্মে, রাখেন সদা হৃদিপদ্মে,
পদ্মযোনী যে পাদপদ্মে, করেন সদা সাধনা॥

যে পদে জন্মে জাহ্নবী, যে পদে পাষাণ মানবী,
সদা সেই পদ ভাবি, নাশ ভব যাতনা ॥
যে পদ ভবের তরি, যে পদে প্রেম লহরী,
যে পদ পরশ করি, কাষ্ঠ তরী হয় সোণা ॥
যে পদ ভাবি অন্তরে, জিনে জীবে কৃতান্তরে,
সে পদ রসিক-অন্তরে, ভাব ভয় রবে না ॥

ত্রিপদী।

হেরে পুত্ররূপ গুণ, দিন দিন শত গুণ,
আনন্দিত শচী-জগন্নাথ।
পুত্রের বিবাহ দিতে, বাসনা জন্মিল চিতে,
ঘটক আইল অকস্মাৎ ॥
বল্লভাচার্য্যের কন্যা, রূপে গুণে ধরা ধন্যা,
অনুপমা লক্ষ্মীদেবী নাম।
সম্বন্ধ করি তা সহ, সুলগ্নে পুত্র-বিবাহ,
দিয়ে পূরালেন মনস্কাম ॥
হেথা, ত্রেতাতে যে বাহুবল, দ্বাপরেতে অনুবল,
মহা বলবান্ বলরাম।
রাঁঢ় দেশে অবতরি, নিত্যানন্দ নাম ধরি,
উপনীত নবদ্বীপ ধাম ॥
নিরখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে, প্রেম পুলকিত অঙ্গে,
দুভেয়েতে প্রেম আলিঙ্গন।

কিবা শোভা মনোহর, হ'ল বহুদিন পর,
পুনরায় যুগল মিলন ॥
না রহিবে ধরা ভার, জীবের কি ভয় আর,
ভব পার হবে অনায়াসে।
উদ্ধারিতে জীবগণে, ঐ দেখ অনন্ত সনে,
সাজে হরি মনের উল্লাসে ॥
তখন নিতাই রঙ্গে, সুধালেন শ্রীগৌরাঙ্গে,
বল ভাই শুনি বিবরণ।
পাপী তাপী নিস্তারিতে, হরি নাম বিস্তারিতে,
কি উপায় করেছ মনন ॥
শুনে কন গৌরহরি, দোহে ভক্ত ভাব ধরি,
চল দাদা ভ্রমি দেশে দেশে।
হ'য়ে হরি-পরায়ণ, করি নাম সংকীর্ত্তন,
সদা হরি-প্রেমানন্দে ভেসে ॥
পাপী তাপী পাব যারে, উদ্ধার করিব তারে,
ক'রে হরি নাম বিতরণ।
নিজে না কাঁদিলে পরে, কখন কাদে না পরে,
রসে রস করে আকর্ষণ ॥
কহেন শুনি নিতাই, ধন্য ধন্য তুমি ভাই,
চল যাই ভ্রমি দেশে দেশে!

দোহে মিলে অবিরাম, করি ভাই হরি নাম,
বলি দোঁহে নাচেন উল্লাসে ॥
দোঁহে ভক্ত ভাব ধ'রে, অতি সুমধুর স্বরে,
উপদেশ দেন নিজ মনে ।
আহা মরি কি আনন্দ, গৌর সহ নিত্যানন্দ,
মত্ত আজ হরি-সংকীর্ত্তনে ॥

গীত ৫নং ।

হরিনামে পীযূষ রসনে রসনে ।
রসনে রসনে (এ নাম মধুর হতেও সুমধুর) (ভব ক্ষুধা পিপাসা রবে না) রসনে রসনে হরি নামামৃত রসনে রসনে ॥
(অনিত্য ভাবনা, ভেবনা ভেবনা, ভাব সেই নিত্যধনে.
(মন আমার) ভাবিলে রবে না, এ ভব যাতনা, ছোবে না কাল শমনে)

মিছে কি ভাব মন, ঐ দেখ আস্‌ছে শমন,
(এমন সুখের দিন মন রবে নারে, শমন ভবন গমন ক'র্ত্তে হবে)
হবে শমন দমন, ভাবরে মন, সদা শ্রীরাধা রমণে ॥
কি আর দেখ নয়ন, এ সব সুখ স্বপন,
(হরির লীলা স্থল এই ভব ভবন,)
(ভবের লীলা খেলা ভোজের বাজি)
হও রত সদা বিশ্বরূপের বিশ্বরূপ দরশনে ॥

সদা কর শ্রবণ,   হরির গুণ শ্রবণ,

(যাঁর পদ-প্রস্রবণে গঙ্গা, যাঁর নাম শ্রবণে শ্রবণ জুড়ায়)

কর্ণ পরীক্ষকের গুণ ব্যতীত কি ফল কুকথা শ্রবণে ॥

কি কররে কর,   করে মালা কর,

(গুণাকরের নাম কর কর ধরে, গ্রহণ করবে না কর যম কিঙ্করে

কর যাবে জ্বালা, কর মালা জপ কর সদা যতনে ॥

কি কররে পদ,   পেয়ে সুখ সম্পদ,

(তোর কোন দিন বিপদ হ'ল ব'লে, ত্যেজে কুপথ পদ সুপথোচলা)

রসিক বলে বিপদ যাবে পদ চল শ্রীপদ অন্বেষণে ॥

দ্বিতীয় গীত ।

বিতর দীনে করুণা কণা, কাতর ভয় ভঞ্জন ।

নিখিল জন পালন নারায়ণ নিরঞ্জন ॥

(ত্রাহিমে ত্রাহিমে ত্রাহিমে মধুসূদন)

ভব তরঙ্গে, মরি আতঙ্গে, ভরসা তুমি হে মাধব,

কৃপা অপাঙ্গে, হের পাপাঙ্গে, পতিত পাবন কেশব,

অকুল ভব দুস্তর, স্বগুণে হরি নিস্তার, দেহিমে তব দুর্লভ,

পদ পল্লব, ভব রঞ্জন তোষ রসিকে দিয়ে জ্ঞানাঞ্জন,

(ত্রাহিমে ত্রাহিমে ত্রাহিমে মধুসূদন)

ত্রিপদী ।

হরি নামে মাতোয়ারা, চক্ষে ধারা তারা কারা,

প্রেমভারে ঝরে অশ্রুনীর ।

কভু বাহ্য জ্ঞানহারা, পড়িয়ে লুটায় ধরা,
লাঘবিতে ভার ধরণীর ॥
এইরূপ সদানন্দ, শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ,
যেন চন্দ্র সূর্য্য দুইজন।
একত্রে হয়ে উদয়, জীবেরে হয়ে সদয়,
মনের আঁধার হরি লন ॥
হেরিয়ে লীলা মাধুর্য্য, জ্ঞানী অদ্যৈতাচার্য্য,
দামোদর আদি হরিদাস।
গৌরপদে স'পি মন, করেন হরি-সংকীর্ত্তন,
সদা কাল গৌর সহবাস ॥
কভু সবে বৃক্ষমূলে, কভু সুরধনী-কুলে,
হরি-নাম করেন কীর্ত্তন।
শুনি ন'দে বাসিগণে, সবে উল্লাসিত মনে,
গৌর পাশে আসে সর্ব্বজন ॥
হেরিয়ে গৌর হরি, পরম যতন করি,
তা সবারে দিতে উপদেশ।
নিজ মন উপলক্ষ, করি উপদেশ বাক্য,
প্রেমভরে কহেন বিশেষ ॥
ওরে মূঢ় ভ্রান্ত মন, মত্ত হ'য়ে অনুক্ষণ,
হিতাহিত না করি বিচার।

মোহ-নিদ্রাতে চেতন হারায়ে সুখ-স্বপন,
দেখে সদা কর অহঙ্কার ॥
দারাপুত্রধনজন, সকলি ভাব আপন,
কর সদা কুপথে বিহার ।
কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে, এসেছ পরীক্ষা দিতে,
বল দেখি কি করিলে তার ॥
ধর্ম্মদ্বেষী স্বার্থপর, হয়ে পরশ্রী কাতর,
করিতেছ সুখ অন্বেষণ ।
মনরে এ সুখ নয়, পরিণাম দুঃখময়,
হবি শতগুণে জ্বালাতন ॥
তাই বলি কেন আর, করি বৃথা অহঙ্কার,
ভবরোগে ভোগ ওরে মন ।
পরিণাম উদ্ধারিতে, যদি সাধ থাকে চিতে,
হরিনাম কর অনুক্ষণ ॥

গীত ।

ছাড় মন বৃথা অহঙ্কার ।
বল হরি হরি অনিবার ॥
সদা আমার আমার, চিন্তা তোমার, ঐ ভব রোগের বিকার
ও মন ধন জন সবে, কিছুই সঙ্গী না হবে
সেরে ভবের খেলা, যাবার বেলা, সব প'ড়ে রবে,

তখন এ জোর জারি রবে না আর অচল হবে দেহ ভার ॥

মুজুর মুটে কি রাজা, সব সংসারে সংসাজা,
ওমন যার যেমন কাজ, তার তেমন সাজ,
বিধি দেন সাজা, হয়ে দেহ-রাজ্যের রাজা,
রে মন সাজা ভোগ কোরো না আর ॥

ব'লে পরের কুকথা, পরের মনে দেও ব্যথা,
যে তোর হবে আপন, ভ্রান্তেরে মন,
কও না তার কথা, ছেড়ে পরের কথা,
সদা পরাৎপরের কথা কর সার ॥

রসিক রসিক যে রসে, ও মন মজো সেই রসে,
থাক দিবা নিশি মগ্ন, হরিনাম সুধা রসে,
হবে হরষে কাল গত, পরশিবে না তপন-কুমার ॥

ত্রিপদী।

শুনি প্রবোধ-কীর্ত্তন, সবে আনন্দিত মন,
প্রেমানন্দে বলে হরি হরি।
সেই হরিধ্বনি শুনি, উথলিল সুরধনী,
প্রেমপূর্ণ তরঙ্গ লহরী ॥
এইরূপে ক্রমে ক্রমে, নদীয়া ভাসিল প্রেমে,
হরি নামে নামিল বাদল।
কিবা ধনী কিবা দুঃখী, সকলেই মহা সুখী,
সদা দুঃখী পাষণ্ডের দল ॥
তখন গৌরাঙ্গ রঙ্গে, সঙ্গিগণ লয়ে সঙ্গে;

বঙ্গদেশ করেন গমন।
প্রেমে মত্ত অনুক্ষণ, তোষেন সবার মন,
ক'রি হরি নাম বিতরণ॥
হরিপ্রেমভক্তিজ্ঞান, নানা স্থানে করি দান,
মহানন্দে গৌরাঙ্গ নিতাই।
লয়ে বঙ্গবাসিগণ, সদা হরি-সংকীর্ত্তন,
করেন যতনে দুটী ভাই॥
হেথা নদীয়া-ভবনে, শ্রীগৌরাঙ্গ অদর্শনে,
লক্ষ্মীদেবী সদা বিষাদিতা।
হ'য়ে পতি বিরহিণী, কাঁদেন দিন-যামিনী,
ধরাসনে হইয়ে পতিতা॥
গৌর-বিরহ-ভুজঙ্গে, সতত দংশিছে অঙ্গে,
বিষে তনু হইল জর জর।
না পাইয়ে প্রাণপতি, দুঃসহ বিরহে সতী,
দুঃখে ত্যজিলেন কলেবর॥
বহুদিন পুত্রমুখ, না হেরিয়ে ফাটে বুক,
তাহে পুত্রবধূ হইল গত।
আঘাত পরে আঘাত, পেয়ে শচী-জগন্নাথ,
হাহাকার করেন অবিরত॥
আসি প্রতিবাসিগণ, দিয়ে প্রবোধ বচন,

শান্তনা করিয়ে সবে যায়।
তবু কি প্রবোধ মানে, যার দুঃখ সেই জানে,
মনোকষ্টে রন দুজনায়॥
গত হইল কিছুকাল, আসিছে আসন্নকাল,
জানে মিশ্র জ্ঞানযোগ করি।
হৃদে চিন্তি গৌররূপ, স্তব করে নানারূপ,
মুখে সদা বলে হরি হরি॥
বলি হরি হ'য়ে পুত্র, অন্তকালে রৈলে কুত্র,
কর্ম্ম সূত্র তোমার লিখন।
ভব ভয় হ'য়ে ভীত, সতত ত্রাসিত চিত,
কর ভব-বন্ধন মোচন॥

গীত।

ত্রাসিত চিত সতত মম পতিত পাবন হরি।
কোথা আছ হে পতিতে পাশরি, ভব জলধি অকুল (হরিহে)-
হেরে প্রাণাকুল, অকুলে ডুবে মরি॥
ওহে দীনবন্ধু, করুণার সিন্ধু, করুণা বিন্দু,
বিতরি, তার এ ঘোর দুর্দ্দিনে, (হরি হে)
এ অধম দীনে, দিয়ে তব চরণ-তরী॥
ওহে ভবধব, ভবান্ধ-বান্ধব,
স্বগুণে নির্গুণে, রক্ষহে মাধব,

ভব-কর্ণ ধর, ডুবে মরি ধর,
ত্রাস হর কৃপা করি এসে দেখা দেও অন্তরে,
(হরি হে) থেক না অন্তরে রসিকে পরিহরি ॥

ত্রিপদী।

ভবনে কাঁদেন পিতা, জানিয়া জগত-পিতা,
অন্তর্যামী গৌর গুণধাম।
ভক্তগণ সঙ্গে করি, বঙ্গভূমি পরিহরি;
উপনীত নবদ্বীপ-ধাম ॥
পিতাকে অভয় দান, করিবারে ভগবান্,
পিতৃ পাশে করেন গমন।
পুত্রের বদন-ইন্দু, নিরখিয়ে সুখসিন্ধু,
উথলিল মিশ্রের তখন ॥
হেরিয়ে নিমাই ধনে, শচীদেবী হৃষ্ট মনে,
বসেন নিমাই কোলে করি।
কেঁদে কন ধীরে ধীরে, পিতা মাতা ব'লে কিরে,
মনে তোর ছিল গৌরহরি ॥
তব অদর্শনে বাপ, পেয়ে সদা মনস্তাপ,
বধূমাতা সোণার পুতলি।
ত্যজিয়া মানবী-কায়া, ভুলে এ সংসার মায়া,
পরলোকে গ্যাছে বাপ চলি ॥

তব চিন্তা অবিরত, ক'রে ঐ শয্যাগত,
তব পিতা দ্যাখ্‌রে নয়নে।
আমার দুঃখের কথা, মা বিনে জানিবে কে তা,
যেবা কষ্ট পুত্রের বিহনে॥
শুনে কন গৌরহরি, মনদুঃখ পরিহরি,
হরিপদে সঁপ গো মা মন।
নিয়তি নির্ব্বন্ধ যাহা, খণ্ডিতে কে পারে তাহা,
অবশ্যই হইবে ঘটন॥
এ সংসার মায়াময়, কেহ ত মা কারো নয়,
একমাত্র বিশ্বময় হরি।
তিনিই সবার বন্ধু, দয়াময় কৃপাসিন্ধু,
ডাক তাঁরে মায়া পরিহরি॥
শুনে কন জগন্নাথ, ওরে পুত্র জগন্নাথ,
শুনিয়াছি দস্যু অজামিল।
নহে হরি-পরায়ণ, পুত্র নাম নারায়ণ,
রেখে ডেকে উদ্ধার হইল॥
তাই মোরা যত্ন করি, তব নাম গৌরহরি,
রেখে তোরে সদা ডাকি বাপ।
এতে কি সদয় হরি, হবে নারে গৌরহরি,
পরিণামে পাব মনস্তাপ॥

শুনি কন গৌরহরি, ভক্তাশ্রিত সদা হরি,
ভক্তিভাবে যে তাঁহারে ডাকে।
হইয়ে সদয় হরি, লন তার পাপ হরি,
পরিণামে মুক্তি দেন তাকে॥
এত বলি অহরহঃ, জনক জননী সহ,
হরিনাম করেন পুলকে।
গত হ'ল কত কাল, মিশ্রের পূরিল কাল,
জগন্নাথ গেল পরলোকে॥
সমাধিয়ে পিতৃকৃত্য, হয়ে অতি হৃষ্ট চিত্ত,
গয়াক্ষেত্রে যান গৌরহরি।
পিণ্ড ল'য়ে করপদ্মে, গদাধর পাদপদ্মে,
অর্পিলেন ব'লে হরি হরি॥
মুক্ত হ'য়ে পিতৃদায়, আনন্দে নাচে নিমাই,
করি পাদপদ্ম দরশন।
প্রেমভরে অশ্রু ঝরে, অতি সুমধুর স্বরে,
হরিনাম করেন কীর্ত্তন॥

গীত।

হরি মুকুন্দ মুরারি।
গোপাল গোবিন্দ কৃপাসিন্ধু, ত্রাণকারী,
মধুনারায়ণসূদন, কেশব, কংসারি॥

কৃষ্ণ কালিয় দমন, মাধব রাধিকা-রমণ,
দীন-তারণ, দুঃখ-বারণ, ভূত ভাবন, বামন, গোপ নন্দন,
জগবন্দন, গিরি-গোবর্দ্ধনধারী,
গোপী-নায়ক, সুখদায়ক, পাপ-তাপ-দাপ-হারি,
রসিক মনোমোহন, ভকত হৃদি বিহারি ॥

ত্রিপদী।

হরিনাম সংকীর্ত্তন, শুনে গয়াবাসিগণ,
ভাসে সবে আনন্দ সলিলে।
কেহ বলে ওরে ভাই, হেন কভু শুনি নাই,
হরিনামে অমৃত সিঞ্চিলে ॥
বাসনা হ'তেছে মনে, নাচিগে উহার সনে,
বাহু তুলে হরি হরি ব'লে।
হেরে ওরে জ্ঞান হয়, কখন মানব নয়,
কোন দেব এসেছেন ছলে ॥
কেহ বলে আহা মরি, দেখরে নয়ন ভরি,
হেন রূপ কভু দেখি নাই।
মনে জ্ঞান হয় হেন, গগনের চন্দ্র যেন,
খ'সি আজ পড়েছে ধরায় ॥
কেহ বলে তাতো নয়, সে চন্দ্র কলঙ্কময়,
এ চন্দ্র যে অকলঙ্ক হেরি।
গগন-চন্দ্রের করে, সামান্য আঁধার হরে,

এ যে মনোঅন্ধকার-হারী ॥

এইরূপ পরস্পরে, নানারূপ ব্যাখ্যা করে,

হেন কালে এলেন তথায়।

মোহন্ত ঈশ্বর-পুরি, মরি কি রূপ মাধুরী,

জটাজুট শোভিত মাথায় ॥

কিবা জ্যোতির্ম্ময় অঙ্গ, যেন অনল স্ফুলিঙ্গ,

নির্গত হ'তেছে লোমকূপে।

জ্ঞান হয় কাশী ত্যজি, বিশ্বেশ্বর যোগী সাজি,

এলেন ঈশ্বর-পুরি রূপে ॥

গৌরাঙ্গে দর্শন করি, ভাবেন ঈশ্বর-পুরি,

এ যুবক নহেত মানব।

জানিলেন ধ্যানে চিতে, হরিনাম বিতরিতে,

এসেছেন আপনি মাধব ॥

একি লীলা আহা মরি, হরি হ'য়ে বলে হরি,

ভাসিছেন নয়নের জলে।

নিজ প্রেম আস্বাদন, করিবেন নারায়ণ,

ভক্তভাব ধরি ধরাতলে ॥

এই বেলা ওঁর সঙ্গে, হরি বলে নেচে রঙ্গে,

এ পাপাঙ্গ সুপবিত্র করি।

বলিয়া সানন্দ মনে, নাচেন গৌরাঙ্গ সনে,

প্রেমানন্দে বলে হরি হরি ॥
চিত্তেতে ভাবেন যাঁরে, কীর্ত্তন মাঝারে তাঁরে,
পাইয়া ঈশ্বর-পুরি মত্ত।
সাঙ্গ হ'লে সংকীর্ত্তন, করি প্রেম-আলিঙ্গন,
গৌরাঙ্গে সুধান গূঢ় তত্ত্ব।
বল হরি একি ভাব, কেন হেরি নবভাব,
কৃষ্ণরূপ লুকাইয়া রেখে।
ত্যজিয়ে বাঁশীর গান, এবে হরিগুণ-গান,
করিতেছ রাধারূপ মেখে ?
কহেন ভুবন-স্বামী, কি আর কহিব আমি,
অন্তর্যামী তুমি যোগবলে।
বলা মম অধিকন্তু, জানিতেছ আদ্যোপান্ত,
যে জন্য এসেছি ধরাতলে ॥
এবে তব কাছে ভিক্ষা, গ্রহণ করিব দীক্ষা,
গুরু হ'য়ে কর মন্ত্র দান।
গুরু বিনে নাই মুক্তি, আছে তন্ত্রে শিবউক্তি,
মন্ত্র দিয়ে কর পরিত্রাণ ॥
কহেন ঈশ্বর-পুরি, হরি-মন্ত্র লবেন হরি,
আনন্দ কি আছে এর পর।
বলি রত দীক্ষা দানে, ঈশ্বরের কানে কানে,

মন্ত্র দান করেন ঈশ্বর ॥
অগ্রে দান করি দীক্ষা, পরে ধ্যান যোগ শিক্ষা,
গৌরাঙ্গে করান সযতনে ।
কহেন নয়ন মুদে, শ্যামরূপ ভাব হৃদে,
মূলমন্ত্র জপ সদা মনে ॥
গৌরাঙ্গে দীক্ষিত করি, তদন্তে ঈশ্বর-পুরী,
নিজ স্থানে করেন গমন ।
গৌরাঙ্গ নয়ন মুদে, শ্যামরূপ দেখি হৃদে,
প্রেমভরে করেন কীর্ত্তন ॥

গীত ।

শ্যাম সুন্দর রূপ মনোহর, মরি মুরহর কি মুরতি রে ।
কিবা সুঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ অনঙ্গ-মোহন, নীলকান্ত জিনি জ্যোতি রে ॥
কিবা সুচারু চাঁচর চিকুর পরে, শোভিছে মোহন চূড়া,
তায় ললাট ফলকে, বিজলি ঝলকে, ঝালরে মুকুতা পাতি রে ॥
কিবা শ্রবণ যুগলে মকর কুণ্ডল, অলকা তিলকা ভালে,
তায় খঞ্জন জিনি নয়ন যুগলে, অঞ্জনে শোভা অতি রে ॥
কিবা তিলফুল জিনি, অতুল নাসিকায় পুলকে নলক দোলে,
তায় বিম্বাধরে সুমধুর হাসি, দশনে হীরক ভাতি রে ॥
শ্যামের গণ্ডস্থলে ঝলমল কিবা, গলে দোলে বনমালা,
তায় যুগল বাহুতে, মোহন মুরলী মোহিতে গোপীর মতি রে ॥
কিবা সুপ্রশস্ত পীন বক্ষস্থলে ভৃগুপদ চিন শোভা,

তাঁয় সুকান্তি লহরী, কোটী ক্ষীণ হেরি, লাজে মরে পশুপতি রে ॥
কিঁবা সুগ্রন্থি রচিত, রতনে খচিত, পরিধান পীত ধড়া,
তায় রামরম্ভা তরু, জিনি যুগ উরু, সুচারু জানুয়াকৃতি রে ॥
কিম্বা চরণ উপরে, সোণার নুপুর নীরদে চপলা বেড়া,
তায় কি শোভা শ্রীপদে ভাবিলে যে পদে, গতি-হীনে পায় গতি রে।
কিবা অকলঙ্ক পূর্ণ কোটী ইন্দু যেন উদিত পদ-নখরে,
তায় চকোর চকোরী দিবা বিভাবরী, ভ্রমে ভেবে নিশাপতি রে ॥
কিঁবা গোষ্পদাদি ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ রেখা শোভিছে শ্রীপদ তলে,
তায় ও পদ-সরোজ ভুল নারে দ্বিজ রসিকের মূঢ়মতি রে ॥

ত্রিপদী।

গয়া-ক্ষেত্র পরিহরি, নদীয়ায় গৌরহরি,
পুনরায় করি আগমন।
ত্যজ্য করি গৃহবাস, সদা বাসনা সন্ন্যাস
উপায় ভাবেন অনুক্ষণ ॥
কখন ভাবেন মনে, সন্ন্যাসী হ'য়ে এক্ষণে,
মাকে ত্যজে যদি আমি যাই।
বলিবেক সর্ব্ব লোকে, কেবল পত্নীর শোকে
হইয়াছে সন্ন্যাসী নিমাই ॥
বিশেষত জননীরে, একাকিনী রেখে ঘরে
যদি আমি যাই পরবাসে।
আমার তরে জননী, হইবেন পাগলিনী

নয় ভ্রমিবেন দেশে দেশে ॥

অতএব পরিণয়, শীঘ্র না করিলে নয়,

অমূল্য সময় হয় গত।

বিবাহিতা রমণীরে, এনে দিলে জননীরে,

সুখে মাতা রবেন সতত ॥

মাতা পত্নী উভয়েরে, হরিপ্রেমে প্রেমী করে,

রেখে ঘরে দেশান্তরে যাব।

যতনে ল'য়ে সন্ন্যাস, পূরাইব মন-আশ,

তীর্থে ভ্রমি চিত্তে সুখ পাব ॥

পাইলে মানব-জন্ম, পালিতে সংসার-ধর্ম্ম,

সর্ব্ব কর্ম্ম হবে সাধিবারে।

করিয়া ত্যাগ স্বীকার, পুরুষার্থ যে আমার,

পরে আমি দেখাব সবারে ॥

অন্ন না থাকিলে ঘরে, যদি উপবাস করে,

তারে অন্ন-ত্যাগী কেবা বলে ?

আছে অন্ন রাশি রাশি, কিন্তু থাকে উপবাসী,

অন্ন-ত্যাগী হয় হেন হলে ॥

এইরূপ মনে মনে, ভাবেন বসি ভবনে,

হেনকালে এলেন নিতাই।

গৌরাঙ্গে লইয়ে সঙ্গে, বাহির হ'লেন রঙ্গে,

নগরে বেড়াতে দুটি ভাই ॥
পথে মিলে গদাধর, হরিদাস দামোদর,
শ্রীবাসাদি অদ্বৈত আচার্য্য।
সকলে হ'লে মিলিত, হ'য়ে তথা উপনীত,
কন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥
শুন গৌর তব পাশ, এসেছি পূরাতে আশ,
মম বাসে হবে আজি যেতে।
হরি-কথা আলাপন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
কর আজ মম আলয়েতে ॥
শুনিয়া গৌরহরি, ভক্তগণ সঙ্গে করি,
যান সার্ব্বভৌমের ভবন।
হরি-কথার প্রসঙ্গে, ভাসি হরি-প্রেম-তরঙ্গে,
মধুস্বরে করেন কীর্ত্তন ॥

গীত।

দীনেশ দীন-দয়াল দীনে দয়া কর দুখহারী।
ভানুজ-ভয় বারণ কর দেব দনুজারি ॥ (হরিবল হরিবল হরিবল ও মন আমার)

কলুষানল সদা প্রবল, দহিল মম অন্তর,
করুণাকর করুণা কর, কর সে তাপ অন্তর,

কাতর ভার ধারণ, কব ভূধর ধারণ,
দেহিমে চরণাম্বুজ হৃদয়াম্বুজ বিহারি, তার রসিকে ত্রাণকারী ॥
(হরিবল মন আমার)

ত্রিপদী ।

হ'য়ে মত্ত সঙ্কীর্ত্তনে, সবে আনন্দিত মনে,
বেষ্টন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গে ।
নৃত্য করে কুতুহলে, মুখে হরি হরি বলে,
ভাসে হরি-প্রেমের তরঙ্গে ॥
সবে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য, নিরখে রূপ চৈতন্য,
হেরিয়ে চৈতন্য দয়াময় ।
চিন্তা করি মনে মনে, তুষিতে ভকতগণে
নব ভাব হৃদয়ে উদয় ॥
ভক্ত ভাব পরিহরি, ষড় ভুজ মূর্ত্তি ধরি
দাঁড়ালেন ভক্ত প্রাণ-সখা ।
রামরূপ দুই করে, ধরেছেন ধনুঃশরে,
দুই করে কৃষ্ণরূপ মাখা ॥
তাহাতে মুরলি ধরি, আর দুই করে হরি,
ধরেছেন দণ্ড ও করঙ্গ ।
জিনি কোটী চন্দ্রোদয়, ধরি রূপ জ্যোতির্ম্ময়,
ভক্তমন হরেন গৌরাঙ্গ ॥
কলি রূপ দরশন, ভক্তগণ আত্মা মন,

সমর্পিলে গৌরাঙ্গ চরণে।
সার্ব্বভৌম রূপ হেরে, কর যোড়ে স্তব করে,
প্রেম-অশ্রু ঝরে দু-নয়নে ॥
নমো নিত্য নারায়ণ, সত্য সনাতন,
চিত্ত-বিনোদনকারী।
নমো দৈত্য-বিমর্দ্দন, দেব জনার্দ্দন,
গিরি-গোবর্দ্ধন-ধারী ॥
নমো শক্তি-বিধায়ক, ভক্তি-প্রদায়ক,
মুক্তি-বিতারক হরি।
নমো সর্ব্ব-গুণাকর, দৈন্য-দুখ-হর,
কৃষ্ণ কংসাসুর-অরি ॥
নমো বিশ্ব-প্রকাশক, বিঘ্নবিনাশক,
বুদ্ধি-বিকাশক ধাতা
নমো ব্রহ্ম-রূপাত্মক, সর্ব্ব ভূতাত্মক,
পৃথ্বী-নির্ভারক পাতা ॥
নমো বর্ণ আদি মূল, সূক্ষ্ম আদি স্থূল,
ধর্ম্ম আদি মূল স্বামী।
দেহি দেহি পদাম্বুজ, জগন্নাথাত্মজ,
পূর্ণ পাপে নিজ আমি ॥

গীত।

তব অন্ত হে অনন্ত, হরি কে জানে বিশ্বসংসারে।
হরি তুমি অন্তর বাহিরে, আছ বিশ্বময় বিশ্বময় ব্রহ্মরূপে নিরাকারে
(নির্গুণ সচ্চিদানন্দ)
তুমি হরি শত রজ তমগুণধারী, সাকার রূপেতে ব্রহ্মা বিষ্ণু
ত্রিপুরারি, ধরি ত্রিগুণ এই তিনাধারে, হরি তুমি হে সৃজন লয়,
পালন কর সবারে॥ (পুরুষ প্রধান হ'য়ে)
তুমি হরি আদ্য শক্তি পরমা প্রকৃতি, তুমি ভাগিরথী রাধালক্ষ্মী,
সরস্বতী, হ'য়ে প্রধানা পঞ্চ প্রকৃতি, তুমি শক্তি ভক্তি মুক্তিধন
জ্ঞান দান কর সবারে॥ (প্রকৃতি প্রধান হ'য়ে)
মীন-কূর্ম্ম-বরাহ-নৃসিংহ-বামন, পরশুরাম-রাম-শ্রীনন্দ নন্দন,
হরি সকলি তোমার লীলা, তব যুগে যুগে অবতার ধরাভার
নাশিবারে। (নানারূপ ধর হরি)
তুমি সর্ব্ব দেবরূপী, তুমি গ্রহগণ, সর্ব্ব শাস্ত্রে শুনি তুমি ভূদেব
ব্রাহ্মণ, হরি তুমি অনাদির আদি, তুমি পরমাত্মারূপে হরি
আছ প্রতি জীবাধারে। (জীবাত্মার রক্ষা হেতু)
ভবে এসে বদ্ধ জীব তব মায়া জালে, কর্ম্ম-ক্ষেত্রে ধর্ম্মপথ,
পূরেছ জঞ্জালে, সদা ষড়রিপুর ভয় সে পথে, প'ড়ে রিপু করে
ভয়ে রসিক সদা যে ডাকে তোমারে॥
(করে রিপুজয়ী তার তারে।)

ত্রিপদী।

সার্ব্বভৌম স্তব সাঙ্গ করিলে প্রভু গৌরাঙ্গ,
করি তারে অভয় প্রদান।

হরি হরি ধ্বনি করি, সার্ব্বভৌমে পরিহরি,
সবে যান নিজ নিজ স্থান ॥
এইরূপে ক্রমাগত, হরি-নাম অবিরত,
করি কিছুকাল গত হলে।
দেবী বিষ্ণু-প্রিয়া সহ, শুভ লগ্নেতে বিবাহ,
গৌরাঙ্গ করেন কুতুহলে ॥
বিবাহ হইলে শেষ, হরিনাম উপদেশ,
দান করি মাতা ও পত্নি রে।
আনন্দিত গৌরচন্দ্র, ল'য়ে সদা ভক্ত-বৃন্দ,
ভাসিলেন প্রেমসিন্ধু-নীরে ॥
শ্রীবাসের আঙ্গিনায়, আনন্দের সীমা নাই,
অহরহঃ হরি-সঙ্কীর্ত্তন।
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ গড়াগড়ি যায়,
প্রেমভরে হ'য়ে অচেতন ॥
হরি নাম ধ্বনি যার, কর্ণে যায় একবার,
সেই আর গৃহে যেতে নারে।
হ'য়ে হরি-পরায়ণ, করে আসি সংকীর্ত্তন,
শ্রীবাসের অঙ্গন-মাঝারে ॥
ক্রমে লোক সমাগত, হ'য়ে যখন পূর্ণিত,
হয় সে শ্রীবাসের অঙ্গন।

দিতে জীবেরে চৈতন্য, মহানন্দে শ্রীচৈতন্য,
উপদেশ কহেন তখন।
ভাবনা কি জীবগণ, জন্মিলে আছে মরণ,
চিরদিন সমান না যাবে।
হ'য়ে সুখ-অভিলাষী, সতত ভোগ-বিলাসী,
শেষ দিনে সকলি ফুরাবে ॥
হইলে কালের বশ, রবেনা এ রঙ্গ-রস,
অবশ হইবে এই দেহ।
এখন আপন যারা, কোথায় রহিবে তারা,
কারো সঙ্গী না হইবে কেহ ॥
পিতামাতাপুত্রদারা, ভাবিলে ত পর তারা,
কায় প্রাণে সম্বন্ধ রবে না।
এবে যে রিপুর বশে, মাতিয়াছ রঙ্গ-রসে,
তারা তখন সাপক্ষ হবে না ॥
তায় বলি পরিণাম, উদ্ধারিতে হরিনাম,
একমাত্র বন্ধু এই ভবে।
রে ভ্রান্ত মানব মন, হরিনাম অনুক্ষণ,
কর ভব-ভয় মুক্ত হবে ॥
আলস্য ত্যজিয়া সুখে, "হরিবোল" বল মুখে,
সর্ব্বাপদ হবে নিবারণ।

'এত বলি গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ভক্তবৃন্দ
সহ পুনঃ করেন কীর্ত্তন ॥

গীত।

ও মন হরি হরি বল এই বেলা, দূরে যাবে রে-সকল জ্বালা।
জ্বালা রবে না রবে না হরি হরি বল (মন রে) ॥
(হরিনামের গুণে)
পঞ্চভূতে এই যে তোর দেহ যাবে, পঞ্চভূতে আপনা হ'তে,
রবে না কেহ, তখন ষড়রিপু থেকে তোর সহ,
তারা সাক্ষ্য দিবে যখন হবে যম বিচার জ্বালা,
(তখন কেহ নাই কেহ নাই, দুঃখের দুঃখী হতে) (মনরে) ॥
(হবি নিরুপায় মন)
পড়ে মায়া-মোহে দেখে সুখ-স্বপন, ও মন কত খেলা খেলছ
ভবে ভেবে সব আপন, যাদের আপন ভেবে করছ কালযাপন,
আপন হবে না রে, যে দিন ফুরাবে ভবের খেলা
(সঙ্গি হবে না হবে না, ধন-জন কেহ, (মন রে) ॥
(একা যেতে হবে)
এই হরিনাম নিদানের ঔষধি, এতে যাবে কাল-ভয়,
হবি পার ভব জলধি, সুখে হরি হরি বল নিরবধি,
মূঢ় রসিকের মন, হরি নাম ভবার্ণবের ভেলা,
(কোন ভয় নাই ভয় নাই ভব পারে যেতে, (মন রে) ॥
(যেন ভুল না মন)

ত্রিপদী।

এইরূপে ভগবান্, নিত্য হরিগুণ-গান,
করেন শ্রীবাসের আঙ্গিনায়।
শুনিয়া পাষণ্ডগণ, সাধে বাদ প্রাণপণ,
উপদ্রব আরম্ভিল তায়॥
করি সবে সুরাপান, করে উচ্চ কুচ্ছ গান,
শ্রীবাসের আঙ্গিনার ধারে।
কতই করে কুকাণ্ড, মদ্য-ভাণ্ড ছাগমুণ্ড,
রাখে আনি শ্রীবাসের দ্বারে॥
রক্ত মাংস একাধারে, রাখিয়া নিক্ষেপ করে,
শ্রীবাসের আঙ্গিনা-ভিতরে।
এইরূপ কত মত, উপদ্রব শত শত,
নিত্য আসি শ্রীবাসের করে॥
গত হ'লে তিন দিন, পাষণ্ড মধ্যে প্রবীণ,
গোপাল চাপাল দুর্জ্জনার।
হইল গলিত কুষ্ঠ, দমন হইল দুষ্ট,
সদা রোগে করে হাহাকার॥
হেরিয়া পাষণ্ডগণ, সকলে হ'ল দমন,
উপদ্রব ত্যজিল সবাই।
কুষ্ঠরোগ হবে ব'লে, ভয়ে সদা হরি বলে,

ভ্রমেও কুপথে নাহি যায় ॥

কিছু কাল গত হ'লে, এক দিন প্রাতঃকালে,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাতঃস্নান করি।
উঠি সুরধনি-তীরে, আসিছেন ধীরে ধীরে,
বলিতে বলিতে হরি হরি ॥

নিরখিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গে, কুষ্ঠ বিগলিত অঙ্গে,
চাপাল গোপাল তথা আসি।
গৌরাঙ্গের পদ ধরি, বিবিধ বিনয় করি,
কহিছে নয়ন জলে ভাসি ॥

সংকীর্ত্তনে করি দ্বেষ, পেয়েছি ফল বিশেষ,
প্রাণ শেষ হয় যন্ত্রণায়।
দয়াময় তোমা বিনে, কেবা নিস্তারিবে দীনে,
জ্ঞান হীনে রাখ প্রভু পায় ॥

জেনেছি হে শ্রীচৈতন্য, পতিতে উদ্ধার জন্য,
অবনীতে তব অবতার।
পাপ-রোগে দহে প্রাণ, কর প্রভু পরিত্রাণ,
পদাশ্রিত হইনু তোমার ॥

গোপাল চাপাল উক্তি, শুনিয়ে দোহার মুক্তি,
দিলেন দয়াল গৌরহরি।
নষ্ট হইল কুষ্ঠরোগ, ঘুচে গেল কর্ম্মভোগ,

প্রেমানন্দে বলে হরি হরি ॥
দিয়ে দোঁহে হরিনাম, সুখে গৌর গুণধাম,
যান চলি আপন ভবনে।
নিস্তারিতে পাপিকুল, হইলেন অনুকূল,
মন্ত্রণা করেন মনে মনে ॥
সদাশয় সাধু যাঁরা, হরি নামে মত্ত তাঁরা,
পরিণামে পাবে মুক্তি পদ।
যারা পাতকী দুর্ম্মতি, তাদের কি হবে গতি,
পরিণামে ভুঞ্জিবে বিপদ ॥
যেখানে যে পাপী আছে, আজি হতে যেচে যেচে,
হরিনাম দিব সর্ব্বজনে।
এত ভাবি গৌরহরি, নিত্যানন্দে সঙ্গে করি,
চলিলেন নগর-ভ্রমণে ॥
যেতে পথে পান যারে, পরম যতনে তারে,
হরিনাম করেন প্রদান।
হরি বলিতে বলিতে, পথে চলিতে চলিতে,
প্রেমে মেতে হরিগুণ গান ॥

গীত।

হরি হরি হরি বলে ডাক মন অবিরাম।
"তাঁরে ডাকলে ভব-ভয় হবে দূর, রবে পরিণাম ॥

বল সদা হরি, হরি লবেন পাপ তাপ হরি,
সুখে ত'রে যাবি পূর্ণ হবে মনস্কাম,
তাঁর অধম-তারণ, পতিত-পাবন তারক-ব্রহ্ম নাম ॥
সর্ব্ব দেব ময়ং হরি, ডাক তাঁরে বদন ভরি,
হবে শমন দমন রে মন, শুন্‌লে হরি নাম,
রসিক বল হরি, দিবেন হরি সুখ মোক্ষ-ধাম ॥

ত্রিপদী।

হরিগুণ-গানে মেতে, কিছু দূর যেতে যেতে,
সম্মুখেতে দেখিলেন চেয়ে।
হ'য়ে বদ্ধ-পরিকর, কি দর্শন ভয়ঙ্কর,
দুটী নর আসিতেছে ধেয়ে ॥
অর্থ লোভে জ্ঞান-হারা, সুরাপানে মাতোয়ারা,
দস্যু-শ্রেষ্ঠ তারা দুটি ভাই।
ছাড়ি ভীম হুহুঙ্কার, মুখে বলি "মার মার,"
আসিতেছে জগাই মাধাই ॥
হেরিয়া গৌরাঙ্গ তায়, বলেন দাদা নিতাই,
মহাপাপী দস্যু দুই জন।
আসিছে মোদের দিকে, চল যাই উহা দিকে,
করি হরিনাম বিতরণ ॥
এত বলি অগ্রসর, হন গৌর গুণাকর,
দেখে তাহা জগাই মাধাই।

করিতেছে বলাবলি, সাহসের ধন্য বলি,
ওর কি মরণ-ভয় নাই ॥
পেলে আমাদের সাড়া, হয় লোক দেশ ছাড়া,
প্রাণ-ভয়ে পালাইয়া যায়।
ও কেন অমন ক'রে, আসিতেছে রঙ্গভরে,
ক্রমে আমাদের দিকে ভাই ॥
এত বলি সবিস্ময়ে, রৈল দোঁহে দাঁড়াইয়ে,
আসিয়া তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ।
সুধান মধুর ভাষে, জগাই-মাধাই পাশে,
কে তোমরা কহ সে প্রসঙ্গ ॥
কহ শুনি কি অভাবে, ভ্রমিতেছ হেন ভাবে,
শুনি দোঁহে কয় ক্রোধভরে।
আরে মলো দুরাশয়, পথ মাঝে পরিচয়,
কেন আজি দিব মোরা তোরে ॥
পুনশ্চ গৌরাঙ্গ কন, জিজ্ঞাসি ভেবে আপন,
যজ্ঞসূত্র দেখিতেছি গলে।
শুনিয়া বলে জগাই, কখন কি শোন নাই,
দস্যু-পতি মোরা ধরাতলে ॥
জগাই মাধাই নাম, এই নবদ্বীপে ধাম,
সদা থাকি সুরধনী-তীরে।

সম্মুখেতে পাই যারে, অর্থলোভে বধি তারে,
ভাসাইয়া দিই গঙ্গা-নীরে ॥
শুনে কন গৌরহরি, দস্যুবৃত্তি পরিহরি,
আজি দোঁহে লহ হরিনাম।
সর্ব্ব পাপ হবে নষ্ট, না রহিবে কোন কষ্ট,
উদ্ধার হইবে পরিণাম ॥
শুনিয়া মাধাই রুষ্ট, নিঠুর পামর দুষ্ট,
ভগ্ন কলসীর কাঁধা ল'য়ে।
হানিল গৌরাঙ্গ-ভালে, পড়িলেন ধরাতলে,
শ্রীচৈতন্য অচৈতন্য হ'য়ে ॥
বাইয়ে রুধির ধারা, ভাসিয়ে চলিল ধরা,
ত্বরা করি আসিয়া নিতাই।
চৈতন্যের করে ধরি, উঠাইয়া ত্বরা করি,
রত নানাবিধ শুশ্রূষায়!
চৈতন্য পেয়ে চৈতন্য, পাপী উদ্ধারের জন্য,
পুন কন জগাই মাধাই।
মারিলি করিলি ভাল, দয়া নাই জানা গেল,
কিন্তু হরি বল দুজনায়!
মারিবি আবার মার, তবু হরি একবার,
বল তোরা শুনি রে শ্রবণে।

আঘাত যাতনা মম, হবে শুনে উপশম;
"হরিবোল" তোদের বদনে !
শুনিয়া মাধাই বলে, এমন আঘাত পেলে,
তবু "হরি" বলিবারে বলে।
বলি দাদা তব কাছে, বলিতে কি ক্ষতি আছে,
এস মোরা ডাকি হরি বলে !
জগাই বলে মাধাই; ব'ল্লে কোন ক্ষতি নাই,
হরিনামে ফল কি তা শুন।
মাধাই জিজ্ঞাসা করে, অতি সুমধুর স্বরে,
গৌরাঙ্গ কহেন হরিগুণ ॥

গীত।

হরিবোল বল জগাই মাধাই। তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই ॥
এ নাম মধুর বড় ছোট বড় কারো ব'লতে বাধা নাই ॥
তোরা মন প্রাণ খুলে, সুখে দুবাহু তুলে, মুখে বল হরিবোল, রবে না গোল, তরবি অকুলে, হবি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই ॥
শোন রে হরিনামের গুণ, এ নাম স্বগুণ নিগুর্ণ, নামে পালায় শমন, রিপু দমন, নিবে পাপাগুন, হরি নামামৃত পান করিলে ভব-ক্ষুধা দূরে যায় ॥
এই হরি নামে হয়, ব্রহ্মার বৃদ্ধ ভাবোদয় শিব ত্যজে কাশী শ্মশান-বাসী হলেন মৃত্যুঞ্জয়, নামে মুণিগণে, নিবিড় বনে, মহাসুখে কাল কাটায় ॥

প্রহ্লাদ "হরিবোল" ব'লে, পর্ব্বত অনলে জলে, করি-পদ-চাপনে বাঁচলো প্রাণে, খেয়ে গরলে, নামে ধ্রুব ধ্রুবলোকে গেল এমন নাম আর হ'তে নাই ॥
অজামিল রত্নাকর, আদি কত পাপী নর, ব'লে হরি হরি, গেল তরি, ব্যক্ত চরাচর, যাবে রসিক হ'তে জানা, হরিনামের গুণ গৌর নিতাই ॥

ত্রিপদী।

শুনিয়া নামের ফল, হ'য়ে আনন্দে বিহ্বল,
কহিতেছে জগাই মাধাই।
হরি নামেতে প্রবৃত্তি হ'লে পরে দস্যুবৃত্তি
করিলে তো কোন ক্ষতি নাই॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ কন, হরিনাম নিলে মন,
ভ্রমেও সে কুপথে যাবে না।
চৌর্য্য কিম্বা দস্যু-বৃত্তি, আদি যত কুপ্রবৃত্তি,
হবে নষ্ট কিছুই রবে না॥
জগাই মাধাই খেদ ক'রে বলে বৃত্তিচ্ছেদ,
হবে মোরা নিলে হরিনাম।
মারা যাবে পরিবার, বল কি উপায় তার,
শুনি কন গৌর গুণধাম॥
নাম ব্রহ্ম কল্পতরু, নাম শ্রীহরির গুরু,
সে নামের গুরু হন মন।

অভাব কি আছে তার, যার মন অনিবার,
হরিনাম করয়ে স্মরণ ॥
বিশেষতঃ পুত্র দারা, আদি পরিবার যারা,
পাপভাগী কেহ তারা নয়।
পাপকর্ম্ম করে যেই, ফলভোগ করে সেই,
পরিণাম তার দুঃখময় ॥
তায় বলি হরিবোল, বল ঘুচে যাবে গোল,
সর্ব্বদিকে সুমঙ্গল হবে।
মত্ত হও হরিনামে সুখী হবে পরিণামে,
ইহকালে সদানন্দ রবে ॥
শুনি জগাই মাধাই, আনন্দিত দুটী ভাই,
হরিনাম করিল গ্রহণ।
বাহুতুলে বলে হরি, করিলেন গৌরহরি,
মরুভূমে তরুর সৃজন ॥
অন্ধ যথা পেয়ে আঁখি, স্বভাবের শোভা দেখি,
অপার আনন্দ অনুভবে।
সেইরূপ হরিনামে, জগাই মাধাই প্রেমে,
মত্ত হ'য়ে ভাসে সুখার্ণবে ॥
দুরাশা কুমতি কাম, শ্রুতি মাত্র হরিনাম,
দোঁহে ছাড়ি হইল অন্তর।

দিব্যজ্ঞান জনমিল, পাপ তাপ না রহিল,
নিরমল হইল অন্তর ॥
ভাবে দোঁহে অবিরত, কুকর্ম্ম করেছি কত,
ধর্ম্ম-কর্ম্ম কভু নাহি করি।
হইয়াছে কাল গত, হইল কাল আগত,
রক্ষ হে তারক ব্রহ্ম হরি ॥

গীত।

তার তারক-ব্রহ্ম হরি।
দয়াময়, পদাশ্রয়, দেহ পতিতে পতিতপাবন স্বগুণে কৃপা বিতরি ॥
আমি হরি অতি দীন, ভজন পূজন হীন, সতত কুপথে ভ্রমি, সুপথ পরিহরি, হারা হয়েছি হয়েছি, নিজ কর্ম্মদোষে, সুপথ সুমতি, গতি হবে কি, অগতির গতি, মূঢ় মত্ত মন তত্ত্ব কথা শুনে না উপায় কি করি। (মন মত্ত করি, জ্ঞানাঙ্কুশ না মানে)
এ সংসার কারাগারে, প'ড়ে মোহ-অন্ধকারে, অন্ধকার সম থাকি হরি, দিবা বিভাবরী, দুঃখের সীমা নাই, সীমা নাই, প্রহরী ছ-জনার করে, তারা সতত প্রহার করে, দুঃখ হর হে, ওহে দুঃখ-হর, কর কারা মোচন, জ্ঞান-লোচন দেও নতুবা প্রাণে মরি ॥ (দয়া কর হে ওহে দয়াকর)
বিষয়-বিষের বায়ু, লেগে ক্ষীণ হৈল আয়ুঃ, আসিছে বিষম কাল ফণী, ফণা ধরি, সে তো ছাড়্বে না, ছাড়্বে না, দংশন করিতে মোরে, হরি তুমি তায় না নিষেধিলে, সে তো মানে না,

যার তার নিষেধ. রক্ষ রসিকে নিষেধি তাকে, কাল-ভয় লও হে হরি॥ (দীনে ভুল না দীনবন্ধু হ'য়ে)।

ত্রিপদী।

হরিনাম করি দান, জগাই মাধাই ত্রাণ
করি গৌর, নিত্যানন্দ সনে।
প্রেম পুলকিত চিতে, হরি বলিতে বলিতে,
উপনীত হ'লেন ভবনে॥
নিশিতে নির্জ্জনে বসি, ভাবেন গৌর-শশী,
থাকিলাম গৃহবাসী হ'য়ে।
হরিনাম বিতরণ, না হইল সম্পূরণ,
ক্রমে ক্রমে দিন গেল ব'য়ে॥
অতএব মন-আশ, পূরাব ল'য়ে সন্ন্যাস,
গৃহে বাস না করিব আর।
ভ্রমি এ ভারত-ভূমি, হরিনাম দিয়া আমি,
সর্ব্বজীবে করিব উদ্ধার॥
থাকি সদা উদ্যোগী, পেলে উপযুক্ত যোগী,
তাঁর ঠাঁই লইব সন্ন্যাস।
ত্যজে নিজ মাতা নারী, হব আমি ভেকধারী,
ছেদন করিয়া অষ্টপাশ॥
ভ্রমিব সকল তীর্থে, শান্তি সুখ পাব চিত্তে,
হরিনাম দিব সর্ব্ব ঠাঁই।

এইরূপ কত মত, মনোগত ভাব যত,
মনে মনে ভাবেন নিমাই ॥
শচীমাতা হেনকালে, নিমাই নিমাই ব'লে,
উচ্চৈস্বরে করেন রোদন।
শুনি তাহা গৌরহরি, মা মা ব'লে ত্বরা করি,
জিজ্ঞাসেন রোদন কারণ ॥
শুনি কেঁদে শচী কন, কোলে আয় বাপ ধন,
চাঁদ-মুখ দেখিরে নিমাই।
স্বপনে দেখিনু আমি, সন্ন্যাসী হইয়া তুমি,
মোর কাছে চাহিলে বিদায় ॥
বিদায় না দিনু তোরে, যেন বাপ ত্যজে মোরে,
কোথা তুমি হ'লে অদর্শন।
হারায়ে স্বপ্নে তোমায়, আমাতে আর আমি নাই,
কাঁদিতেছি হ'য়ে অচেতন ॥
তব জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ, সেও মোরে এইরূপ
ক'রে বাপ গেছে কাঁদাইয়া।
হেরে বাপ তব মুখ, পাশরিয়ে তার মুখ,
গৃহে আছি তোমাকে লইয়া ॥
সন্ন্যাসী হইলে তুমি, নিশ্চয় মরিব আমি,
শুনি হেসে গৌরাঙ্গ তখন।

বিবিধ প্রবোধ দিয়া, জননীকে বুঝাইয়া,
পত্নীপাশে করেন গমন ॥
কহেন শুন প্রেয়সী, সতত মন উদাসী,
তীর্থবাসী হব কিছুদিন ।
যেন মম অদর্শনে, ভুলে হরি-নারায়ণে,
কেঁদে কেঁদে কাটাও না দিন ॥
যেখানে সেখানে রই, কভু হরি ছাড়া নই,
হরিপদে মম প্রাণ মন ।
হরির চরণে মন, করিলেই সমর্পণ,
পাবে প্রিয়ে মম দরশন ॥
এইরূপ উপদেশ, প্রিয়াকে দেন অশেষ,
সুখ-নিশি প্রভাতা হইল ।
ন'দে বাসী সদানন্দ, আজি হবে নিরানন্দ,
নবদ্বীপে কেশব আইল ॥
গঙ্গাস্নান করি সাঙ্গ, গৃহে আছেন গৌরাঙ্গ,
দ্বারে আসি কেশব-ভারতি ।
গৌরাঙ্গে হেরিব বলি, ঈশ্বরের নামাবলি,
মধুস্বরে গান মহামতি ॥

গীত।

দয়াময়, দীনবন্ধু, দানবারি, দুঃখ-বারণ। দুর্ম্মতি হর দামোদর দাশরথি দীন-তারণ ॥

পরব্রহ্ম পরাৎপর পরমেশ পতিত-পাবন, অনাদির আদি অনন্ত অখিল-কারণ-কারণ ॥

মদনমোহন মাধব মুকুন্দ মধুসূদন, বিপদ ভঞ্জন রাম ভকত-হৃদি-রঞ্জন, রসিক মানস-হংস কংসারি নারায়ণ ॥

ত্রিপদী।

শুনিয়া মধুর গান, চঞ্চল গৌরাঙ্গ প্রাণ,
দ্বারদেশে যান ত্বরা করি।
অপূর্ব্ব যোগীর মূর্ত্তি, নিরখি বাড়িল স্ফূর্ত্তি,
অন্তরে ভাবেন গৌরহরি ॥
সদা যাহা চিন্তা ছিল, বিধি তাহা মিলাইল,
গুরুপদে বরি যোগীবরে।
এঁর ঠাঁই যেনে মর্ম্ম, লইব সন্ন্যাস-ধর্ম্ম,
এবে ওঁকে লয়ে যাই ঘরে ॥
এত ভাবি সমাদরে, কহিছেন যোগীবরে,
আজি মম সুপ্রভাত অতি।
পরশে তব চরণ, পবিত্র হ'ল ভবন,
পূরে সাধ হইলে অতিথি ॥

শুনি কেশব-ভারতি, কহেন গৌরাঙ্গ প্রতি,
করিলাম আতিথ্য স্বীকার।
শুনি অতি সযতনে, বসালেন কুশাসনে,
গৌরাঙ্গের আনন্দ অপার ॥
বিধিমতে গৌরহরি, অতিথি সৎকার করি,
হরি কথা করেন আলাপন।
যত্নে কেশব-ভারতি, কহি কেশব-ভারতি,
হরিলেন গৌরাঙ্গের মন ॥
হেরে যত ভক্তবৃন্দ, অদ্বৈতাদি নিত্যানন্দ,
সকলে করেন কানাকানি।
ত্যজি গৌর গৃহবাস, আশু লবেন সন্ন্যাস,
ভাব দেখে মনে অনুমানি ॥
পরস্পর এই কথা, শুনিলেন শচী-মাতা,
যান দ্রুত গৌরাঙ্গ যথায়।
ডাকি কেঁদে কন হাঁরে, একি শুনি পরস্পরে,
হবি নাকি সন্ন্যাসী, নিমাই !
গৌরাঙ্গ কহেন মাতা, শুনিয়া পরের কথা,
কেন কাঁদ হ'য়ে পাগলিনী।
বিনা বিধাতার দয়া, সাজে কি সন্ন্যাসী হওয়া,
যে সে হ'তে পারে না জননী ॥

সন্ন্যাসী হইব ব'লে, ভেস'না মা অশ্রুজলে,
ধৈর্য্য ধর ত্যজ মা রোদন।
হারাবে না গৌরহরি, ব'লে যদি "হরিহরি,"
হরিপদে রাখ সদা মন ॥
সর্ব্বদা দেখিবে মোরে, শুনি প্রফুল্ল অন্তরে,
হরি হরি বলি শচীদেবী।
আপন গৃহেতে যান, দিবা হ'ল অবসান,
অস্তাচলে গেল সুখ-রবি ॥
সন্ধ্যা সমাগত হেরি, সন্ধ্যা-বন্দনাদি করি,
পুনঃ গৌর-ভারতি মিলন।
মনকে প্রবোধ দিতে, ভারতি প্রফুল্ল চিতে,
মধুস্বরে করেন কীর্ত্তন ॥

গান।

হ'য়ে মত্ত ভুলে তত্ত্ব বৃথা কাজে রে মন কাল হরিলি।
পেয়ে মানব-জন্ম তারক ব্রহ্ম শ্রীহরি নাম না স্মরিলি ॥
(চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ)
জননী জঠরে পেয়ে, কঠোর যন্ত্রণা, ভবে এসে ভজবি হরি
ক রেছিলি মন্ত্রণা, তাকি মনে নাই, জঠরের কথা তাকি মনে
নাই, কঠোর ভোগের কথা ; এখন ভবে এসে রিপুর বসে,
কি করিতে কি করিলে। (হরিপদ না ভজিয়ে)

শৈশবে বৈভব পেয়ে মাতৃ স্তন যুগলে, স্তন দুগ্ধ পান সদা করিতে কুতুহলে, (তখন ডাক নাই, হরি হরি ব'লে) (দীনবন্ধু ব'লে) প'ড়ে মায়াফাঁদে কেঁদে কেঁদে শ্রীহরিকে পাসরিলি। (মোহমদে মুগ্ধ হ'য়ে)

বাল্যেতে চঞ্চল অতি সদানন্দ মনে, ক্রীড়াচ্ছলে কাটালি কাল সঙ্গিগণ সনে, (তখন চিন্ত নাই, চিন্তামণির চরণ, ভবারাধা দেবে) খেলে ছেলে-খেলা করে হেলা কাজের খেলা না খেলিলি। (এই ভবের খেলা খেল্‌তে এসে)॥

যৌবনে কুসঙ্গে রঙ্গে করিলি কাল গত, স্বার্থপর হ'য়ে অর্থ-চিন্তা অবিরত, (অর্থ হ'ল কৈ ? গুরুদত্ত অর্থ, সেই পরমার্থ ?) সদা অনর্থক অর্থলোভে সাধুসঙ্গ না ধরিলি। (রিপু-পরতন্ত্র হ'য়ে)

বৃদ্ধকালে বল বুদ্ধি হীন জীর্ণ দেহ, প্রতি কাজে চিত্ত ভ্রম সতত সন্দেহ, (কিছুই হ'লো না, মানব-জনম পেয়ে,) (হরির ভজন সাধন) এখন নিজ দোষে রে রসিক খ খাদে ডুবে মরিলি। (অগাধ পাপ-সলিলে।)

ত্রিপদী।

মধুর কীর্ত্তনে শুনি, হিত উপদেশ বাণি,
গৌরাঙ্গ ভাবেন মনে মনে।
অনিত্য সুখের আশে, বদ্ধ হ'য়ে অষ্ট পাশে,
কেন আর থাকি এ ভবনে॥
এখন জানি নিশ্চয়, এ সংসার মায়াময়,
কেহ কারু হবে না আপন।

তখন কাহার লাগি, সংসারেতে অনুরাগী,
হ'য়ে আর থাক্‌বি রে মন ॥
থাক যদি গৃহবাসী, নানারূপ বিঘ্ন আসি,
ক্রমশঃ করিবে জ্বালাতন।
হ'য়ে শেষে নিরুপায়, করিবি রে "হায় হায়,"
পুন আর পাবিনে যৌবন ॥
বৃদ্ধ হ'লে বুদ্ধি বল, হারা হবি রে সকল,
ঘটিবে রে জীয়ন্তে মরণ।
করিয়া কঠোর ভোগ, করিতে নারিবে যোগ,
পাবিনা রে শ্রীহরি-চরণ ॥
মানব-দেহ ধারণ, যখন করেছ মন,
হরিনাম বিতরণ লাগি।
তখনি মায়ার ফাঁসি, গলেতে প'রেছ আসি,
হইয়াছ পাপ-পুণ্য-ভাগী ॥
হইলে মানবজন্ম, পদে পদে পাপকর্ম্ম,
স্বকার্য্য-সাধন হেতু ঘটে।
সে পাপ না হ'লে নষ্ট, ভোগে জীবে বহু কষ্ট,
পরিণামে পড়য়ে সঙ্কটে ॥
রামায়ণে আছে উক্তি, হইতে কলুষ-মুক্তি,
অশ্বমেধ করেন শ্রীরাম।

শুনিয়াছি ভাগবতে, যজ্ঞ করি প্রভাসেতে,
পাপে মুক্ত নবঘনশ্যাম ॥
কলিতে নাহিক যজ্ঞ, পাপ-রোগেতে আরোগ্য,
লভিতে ঔষধি হরি নাম।
অনুপান গৃহবাস, ত্যজিয়া লবে সন্ন্যাস,
পাশ মুক্ত হইবে নিষ্কাম ॥
সিদ্ধ পুরুষের পাশ, গ্রহণ করি সন্ন্যাস,
পরিধান করি ডোর কৌপিন।
ভ্রমিবে সকল তীর্থে, বৈরাগ্য জন্মিবে চিত্তে,
পাশ-মুক্ত হবে সেই দিন ॥
তায় বলি ওরে মন. সময় আছে এখন,
এই বেলা মায়া পরিহরি।
যতনে ল'য়ে সন্ন্যাস, পূর্ণ কর মনোআশ,
প্রেমানন্দে বল হরি হরি ॥

গীত।

এই বেলা বল রে "হরিবোল"। বেল, গেলে পরে বাধবে গোল ॥
তোর গেলে বেলা, ঘটবে জ্বালা, পথ পাবি নে মন পাগল ॥
ও মন সাধুসঙ্গ ধর, আর হইও না স্বার্থপর, মিথ্যা প্রবঞ্চনা আর করো না, হও রে সত্যপর, হলে সত্যপর, পর কেও হবে না, খেয়ে বেড়াবি নে ঘোল ॥

মন তুই লোভের ফাঁদ কেটে, মায়া মোহ জাল ছেটে, অনু-রাগের ডোরে আপন জোরে বাঁধ কোমর এঁটে, ও মন চল শান্তি-নিকেতনে ছেড়ে দিয়ে রং মহল ॥

হ'তে বৈতরণী পার, ও মন ভয় কিরে তোমার, দিয়ে চরণ-তরি, দয়াল হরি কর্‌বেন তোরে পার, ও মন ভক্তি-পথে চল ল'য়ে হরিনাম পথের সম্বল ॥

মূঢ় রসিকের মন, কর নিবৃত্তি সাধন, হ'লে নিষ্কাম সেই নিত্য-ধামে হবিবি গমন, রেখে প্রবৃত্তি, করো না পণ্ড ভণ্ডরে আর গণ্ডগোল ॥

ত্রিপদী ।

এইরূপ নানা মত, চিন্তা করি অবিরত,
করি স্থির সন্ন্যাস-গ্রহণ ।
কেশব-ভারতি-পাশে, অতি সুমধুর ভাসে,
গৌরাঙ্গ করেন নিবেদন ॥
বিনা গুরু উপদেশ, কেহ কোন কার্য্য শেষ,
করিতে পারে না যোগীবর ।
তাহে পুণ্যিবল বনা, সদ্‌গুরু কভু মিলে না,
অন্বেষিলে এই চরাচর ॥
যদি মম ভাগ্য গুণে, সদয় হ'য়ে স্বগুণে,
এসেছেন আমার আবাস ।
তবে এই করি ভিক্ষা, গুরুদেব হ'য়ে দীক্ষা,
দেহ মোরে লইব সন্ন্যাস ॥

শুনি কেশব ভারতি, কন অসম্ভব অতি,
কভু তব সাজে না সন্ন্যাস।
হেন নবীন যৌবনে, বল ত্যজিবা কেমনে,
সুখভোগ-বনিতা-বিলাস॥
তাহে তব জননীর, আমা বল্‌তে অবনীর,
মাঝে একমাত্র পুত্র তুমি।
তোমাকে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম, দিলে মম যাবে ধর্ম্ম,
মহাপাপে পাপী হ'ব আমি!
শুনিয়া গৌরাঙ্গ কন, অসম্ভব কি কারণ,
বলিলেন বুঝিতে না পারি।
হরিপদে আত্মা মন, করেছে যে সমর্পণ,
সে কি কভু ভালবাসে নারী?
পরম পুরুষ হরি, পরমাত্মা রূপ ধরি,
সদা দেহে করিছেন বাস।
জীবাত্মা রমণী সনে, পরমাত্মার মিলনে,
যার মনে সদা অভিলাষ॥
বনিতা-বিলাস তরে, সে কভু বাসনা করে,
কামনা নাহিক যার মনে।
সুখ ভোগেতে বাসনা, কভু করে কি সে জনা,
হ'য়ে ক্ষান্ত শ্রীহরি-সাধনে?

মুক্ত হ'তে অষ্টপাশ, সতত যাহার আশ,
গৃহে বাস সে কি কভু করে।
কায়া-প্রাণে নসম্বন্ধ, দেখে শুনে মোহে অন্ধ,
কেন হব জননীর তরে!
যদিও নব যৌবন, বৃদ্ধ হইয়াছে মন,
সদা ভেবে ভেবে পরিণাম।
আমাকে সন্ন্যাস দিতে, অসম্ভব ভাব চিতে,
কি জন্য ভাবেন গুণধাম ?
শুনি গৌরাঙ্গ-ভারতি, তুষ্ট কেশব ভারতি,
অতি সমাদর করি কন।
"দিব না সন্ন্যাস-দীক্ষা," ব'লে লইনু পরীক্ষা,
যোগ্যাযোগ্য বিচার-কারণ ॥
জানিলাম যোগ্য তুমি, তোমারে সন্ন্যাস আমি,
শিক্ষা দিব অতি সযতনে।
শুনিয়া গৌরাঙ্গ-চিত, হ'ল অতি পুলোকিত,
চলিলেন বিদায়-গ্রহণে ॥
মায়া-নিদ্রা যোগে হরি, মাকে অচৈতন্য করি,
লিখিলেন শচী-পদতলে।
নিদ্রাতে আছ মা তুমি, বিদায় হইনু আমি,
আজি তব চরণ-কমলে ॥

সন্ন্যাসী হ'য়ে এক্ষণে, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম-পালনে,
ভ্রমিব মা এ ভারত-ভূমি।
যেন মম অদর্শনে, ভুল না মধুসূদনে,
ধৈর্য্য ধরে থেক গো মা তুমি ॥
এই কথা লিখি রঙ্গে, নিশিতে কেশব-সঙ্গে,
যান চলি নদীয়া-বিহারী।
যামিনী হ'লে প্রভাতা, দেখিলেন শচীমাতা,
পদতলে লেখা সারি সারি ॥
হইলেন রত পাঠে, পড়িতে হৃদয় ফাটে,
হইয়াছে সন্ন্যাসী নিমাই।
অমনি হ'য়ে মুর্চ্ছিতা, ভূতলে হন পতিতা,
যেন বজ্র পড়িল মাথায় ॥
চেতন হইয়া পরে, করাঘাত বক্ষোপরে,
সঘনে করেন "হায় হায়"।
করি উচ্চ হাহাকার, কন নিমাই চাঁদ আমার,
ফেলে মোরে গেলি রে কোথায় ॥

গীত।

নিমাইচাঁদ সোণার চাঁদ রে আমার ফেলে মোরে গেলি রে কোথায়? প্রাণ কেঁদে যে উঠে (নিমাইচাঁদ রে) (তোর অদর্শনে) আমায় মা বলতে আর কেহ নাই! (ও বাপ তোমা বিনে)

দীন হীন সন্ন্যাসীর বেশে, নিমাই গেলি রে তুই কোন দেশে, ভাগ্যে কি মোর ছিল এই শেষে, আছে বিষ্ণুপ্রিয়া বধু ঘরে রে, নিমাইচাঁদ চাঁদ রে, (প্রবোধ মানবে না রে) নিমাই চাঁদ রে, পতিপ্রাণা সতী) আমি কি ব'লে বুঝাব তায় ॥ (পতি-হারা সতী) তুই রে হৃদি পিঞ্জরের পাখী, তোরে যতনে সদাই রাখি, কেন মোরে দিলি রে ফাঁকি, হৃদয় শূন্য ক'রে উড়ে গেলি রে, (নিমাইচাঁদ চাঁদ রে, কেন নিদয় হলি, নিমাইচাঁদ রে, দয়া-ময় হ'য়ে) নিমাই একবার দেখা দে আমায় ॥ (এসে মা মা বলে) ভেবে দীন রসিক বলে, ও মা কেঁদ না নিমাই বোলে, ভেস না আর নয়নের জলে, আছে নদীয়া বিহারী নদীয়ায়, ন'দে ছাড়া নাই মা, (দেখ মা নয়ন মুদে, হৃদয় কমলে, মা তোর নিমাই আছে) দেখতে পাবি জীবন-ধন নিমাই।
(মা তোর হিয়ার মাঝে)

ত্রিপদী।

নিমাই-শোকে অধীরা, হ'য়ে বাহ্য-জ্ঞান-হারা,
শচীদেবী হন উন্মাদিনী।
ত্যজিয়া দুখিনী মায়, কোথা গেলি রে নিমাই !
অবিরত মুখে এই বাণি ॥
কভু কন হায় হায়, বহুদূর যায় নাই,
কোন দিকে গেলে পাই তারে।
বলি প্রতিবাসীগনে, শুধান নিমাই ধনে,
কে দেখেছ বলে দেও মোরে ॥

গেছে বাপ যেই পথে, যাব আমি সেই পথে,
শুনি প্রতিবাসীগণ কয়।
কার সঙ্গে তার দেখা, হয় নাই গ্যাছে একা,
গুপ্তভাবে নিশীথ সময়॥
শুনি কেঁদে শচী কন, হারায়ে জীবন-ধন,
কি কাজ আর এ পাপ জীবনে॥
গঙ্গা-নীরে দিয়ে ঝাঁপ, নাশিব এ মনস্তাপ,
ত্যজিব এ জীবন, জীবনে॥
বলি দ্রুতপদে যান, গঙ্গায় ত্যজিতে প্রাণ,
নিত্যানন্দ আসি ত্বরা করি।
কন কি কর কি কর! জননী গো ধৈর্য্য ধর,
আমি এনে দিব গৌরহরি॥
জননী হইয়া ভবে, দুখিনী কে হ'ল কবে,
তব সমা দেখি মা সকলি।
হেন মা জগতে নাই, পুত্র হ'তে কাঁদে নাই,
সত্য ত্রেতা কি দ্বাপর কলি॥
কয়াধু প্রহ্লাদ তরে, সুনীতি ধ্রুবে না হেরে,
পরশুরাম বধিলেন মায়।
রাম বিনা কৌশল্যার, কৃষ্ণ বিনা যশোদার,
তেমি তুমি হারায়ে নিমাই॥

কাঁদিলে কি হবে বল, ধৈর্য্য ধর গৃহে চল,
বলি করে ধরি সযতনে।
গেলেন ভবনে ল'য়ে, বুঝায়ে বিদায় হ'য়ে,
চলিলেন গৌর-অন্বেষণে॥
সঙ্গে লন নিত্যানন্দ, যত গৌর ভক্ত বৃন্দ,
অদ্বৈ(হৈ)ত আদি হরিদাস।
মণি-হারা ফণি প্রায়, গৌর-অন্বেষণে ধায়,
ত্যজি সবে নিজ নিজ বাস॥
নিবিল আনন্দ-দ্বীপ, নিরানন্দ নবদ্বীপ,
আচ্ছাদিল শোক-অন্ধকারে।
সুখ-সিন্ধুতে মগন, ছিল ন'দেবাসীগণ,
আজি ভাসে দুঃখের পাথারে॥
শচী মাতা অনিবার, করিছেন হাহাকার,
শুনি যত প্রতিবাসীগণ।
শচীর সান্ত্বনা-আশে, আসি সচী দেবী পাশে,
কহে নানা প্রবোধ বচন॥
নিমাই আনিব ব'লে, নিতাই গিয়েছে চ'লে,
এল' ব'লে কেঁদ না মা তুমি।
শুনে কেঁদে শচী কন, প্রবোধ না মানে মন,
কেমনে ধৈরয ধরি আমি।

গীত।

কেমনে মনে বুঝাই আমি প্রবোধ না মানে মন আমার।
বিনা নিমাইচাঁদ প্রাণ কুমার, (আমার হিয়ার মাণিক)
যে চাঁদের উদয়ে নদীয়ায়, ছিল সুখের বাজার হায় রে হায়,
সে চাঁদ এখন গেল রে কোথায় ? এমন সুখের বাজার ভেঙ্গে
গেল রে,(নিমাইচাঁদ বিনে রে !) (চাঁদ চলে যে গেছে রে)
(সন্ন্যাস-অস্তাচলে) (হায় রে) (হরিবোল বোলে রে চাঁদ
চলে গ্যাছে) এখন দেখি রে সব অন্ধকার॥ (নিমাইচাঁদ বিনে)
সেই চাঁদের আলো পেয়েছে যে জন, গৃহবাসে তার আর নাই
রে মন, চাঁদের সনে করেছে গমন, যে চাঁদ হারা হ'লে জগত
কাঁদে রে, (সে চাঁদ কোথায় গেল রে) (ফাঁদ পেতে কে
ধরেছে, নিমাইচাঁদ ধরা, (হায় রে) (হরিবোল বলে) সে
চাঁদ না জানি হল রে কার॥ (এখন আমায় ছেড়ে)
সেই চাঁদে পূর্ণ হরিনাম সুধা, জীবের নাই রে আর অসুবিধা,
পিয়ে তত যার যত ক্ষুধা, রসিক বলে এমন চাঁদ আর নাই রে,
(সে চাঁদ কবে পাব রে) (মনের আঁধার যায় রে, সে
চাঁদ উদয় হলে) (হায় রে) (নিমাইচাঁদ উদয়ে মনের আঁধার
যায় রে) গগন-চাঁদকে জ্ঞান করি রে ছার॥
(নিমাইচাঁদের কাছে)

ত্রিপদী।

হেথা ভারতির সনে, হরি-কথা-আলাপনে,
শ্রীগৌরাঙ্গ মত্ত হরি-প্রেমে।
পথ মাঝে যারে পান, হরিনাম করি দান,

উপনীত ভারতী-আশ্রমে॥

হৃদে হরি-পদ-ধ্যান, মুখে হরি-গুণ-গান,
হরিময় দেখেন নয়নে।
হরিনাম সুধাপান, জীবে হরিনাম দান,
হরি প্রেমানন্দ সদা মনে॥
মুখে নাহি অন্য বোল, অবিরাম "হরিবোল,"
বলিছেন বসিয়া আশ্রমে।
আশ্রম নিবাসী যারা, গৌর-দরশনে তারা,
উপনীত হইল ক্রমে ক্রমে॥
শ্রীগৌরাঙ্গে নিরখিয়া, ত্বরায় নগরে গিয়া,
উচ্চৈস্বরে বলে সর্ব্বজনে।
দেখ্‌বি যদি ত্বরা আয়, হেন রূপ দেখি নাই,
দেখে ভাই জুড়াবে নয়ন॥
কাঁদিতেছে ব'লে হরি, নাম তার গৌরহরি,
এনেছেন কেশব ভারতি।
শুনিয়া নগরবাসী, সবে দ্রুত পদে আসি,
দেখেন শ্রীগৌরাঙ্গ-মূরতি॥
হাঁসনহাটি কাটোয়ার, আনন্দের সীমা নাই,
সবে আসে গৌর-দরশনে।
পরম যতন করি, যেচে যেচে গৌরহরি;

হরিনাম দেন সর্ব্বজনে ॥

সবে হরি হরি বলে, শুনি প্রেমসিন্ধু-জলে,
ভাসিল শ্রীগৌরাঙ্গের মন।

"হরিবোল" বলি মুখে, নিমাই নাচেন সুখে,
অশ্রুজলে ভাসে দু-নয়ন।

গৌরাঙ্গের নৃত্য হেরি, সকলে গৌরাঙ্গে ঘেরি,
নাচিতে লাগিল কুতুহলে।

প্রেমদাতা গৌরহরি, হরি-প্রেম দান করি,
প্রেমোন্মত্ত করেন সকলে ॥

প্রেমানন্দে মাতি সবে, হরি বলি উচ্চ রবে,
নৃত্য করে দিয়া করতালি।

কেহ ডেকে বলে কারে, হেন দিন হবে নারে,
হরি ব'লে নাশ মনের কালি ॥

তখন সবার সঙ্গে, নাচিতে নাচিতে রঙ্গে,
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে।

পরিণাম ভাবি চিতে, মনকে প্রবোধ দিতে,
কীর্ত্তন করেন মধুস্বরে ॥

গীত।

ও মন্ গেল বেলা তোল রে পশার। হ'ল হাটে আসা যাওয়া সার ॥

(ব্যাপার হল না, হল না, ভবের হাটে এসে) (হায়রে) কেবল মিছে মিছি ॥

লাভ করিতে এলি তুই ভবে, এসে লাভে মুলে হারাইলি বল রে কি হবে, এমন বেচা কেনার কি গৌরব রবে ? ডুবে মলি রে মন, ঐ দেখ অকুল ভব পারাবার। (পারের উপায় নাই, উপায় নাই, খেয়ার কড়ি বিনে, (হায় রে) পার হ'তে হবে ॥

যা কিছু তোর ছিল রে মুলধন, দিয়ে চোখে ধূলি, নিল ছলি, চোর জুটে ছ-জন, কেবল হরিবোল সম্বল তোর এখন, ভব-পারে যেতে, হরিনাম বিনে পাবি না পার ॥ (আর উপায় নাই, উপায় নাই, হরিনাম বিনে, (হায় রে) ভব-পারে যেতে ॥

ছিল যত ধনী মহাজন, তারা খেয়ার কড়ি দিয়ে পাড়ি দিল সর্ব্বজন, হরি নামের ভেলা বাঁধ রে তুই এখন, গিয়ে ভবের ঘাটে, অনায়াসে যাবি ভব-পার ॥ (ও মন ভেব না, ভেব না, ভবপারে যেতে, (হায় রে) হরি হরি বল ॥

দিন থাকিতে চল যাই ঘাটে, ও মন গেলে বেলা, ঘট্‌বে জ্বালা পড়্‌বি সঙ্কটে, সেথায় আঁধার হ'লে বিষম দায় ঘটে, শুন রসিকের মন, পাওয়া যাবে নারে কুল কিনারা (গতি হবে কি, হবে কি, ভবের ঘাটে গিয়ে, (হায় রে) অসময়ে গেলে ॥

ত্রিপদী।

কীর্ত্তন করিয়া সাঙ্গ, কহিছেন শ্রীগৌরাঙ্গ,
কেশব ভারতি-সন্নিধানে।
সন্ন্যাস লইতে চিত, হইতেছে পুলোকিত,
তোষ প্রভু সন্ন্যাস প্রদানে ॥

শুনি কেশব ভারতি, নরসুন্দরের প্রতি,
অনুমতি করেন তখন।
গৌরাঙ্গে ক্ষৌর কর, শুনিয়া নরসুন্দর,
করে ক্ষৌর করিয়া যতন॥
মুড়ায়ে মাথার কেশ, হস্ত নখরাদি শেষ
করি, যবে পদে হাত দিল।
পাপ তাপ হইল দুর, নাপিত ফেলিয়া ক্ষুর,
পদ ধরি কাঁদিতে লাগিল॥
বলে ওহে ভব-ধব, শ্রীপদ পরশে তব,
গেছে মম মোহ-অন্ধকার।
লভিয়াছি দিব্য-জ্ঞান, করিয়া শ্রীপদ দান,
বাঞ্ছা পূর্ণ কর হে আমার॥
তোমারে ক্ষৌর করি, আর না করিব হরি,
পুন ক্ষুর এ করে ধারণ।
আমি অতি অনুপায়, নিজগুণে রাখ পায়,
কর ভব-যন্ত্রণা বারণ॥
শুনি গৌর দয়াময়, নাপীতে হ'য়ে সদয়,
অভয় প্রদান করি কন।
মায়া মোহ পরিহরি, বল সদা "হরি হরি,"
হবে ভব-যন্ত্রণা বারণ॥

তখন নাপীত সুখে, হরি হরি বলি মুখে,
নিজ স্থানে করিল গমন।
প্রারে করি গঙ্গাস্নান, আসি গৌর ভগবান,
করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ।
যত্নে কেশব ভারতি, করি মঙ্গল আরতি,
গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী সাজাইল।
ল'য়ে পরিধেয় বাস, ডোর কৌপীন বহির্বাস,
গৌরাঙ্গে যতনে পরাইল॥
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, করে দণ্ড ও করঙ্গ,
সঁপে যুগ্ম শ্রীকর কমলে।
সন্ন্যাসী হ'য়ে নিমাই, আনন্দের সীমা নাই,
হরি ব'লে ভাসেন অশ্রুজলে॥
হেথা দেব নিত্যানন্দ, সহ গৌর-ভক্তবৃন্দ,
শুনিলেন কাটোয়াতে আসি।
ভারতি গোঁসাইর ঠাঁই, দীক্ষিত হ'য়ে নিমাই,
হ'য়েছেন নবীন সন্ন্যাসী॥
যুক্তি করি পরস্পরে, রন কাটোয়া নগরে,
অদ্বৈ(ই)ত আদি শ্রীনিবাস।
গৌরাঙ্গে ছলনা ক'রে, আনিব ভেবে অন্তরে,
যান নিত্যানন্দ হরিদাস॥

ভারতি-আশ্রমে গিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গে নিরখিয়া,
পরম যতনে দোঁহে কন।
আমা সবে পরিহরি, গোপনে আসিয়া হরি,
একি ভাব করিলে ধারণ॥
বল ভাই হেন ভাবে, হেথা হ'তে কোথা যাবে,
কি হইবে আমাদের গতি ?
ত্যজিবে না সঙ্গে লবে, শুনে গৌর কন তবে,
সবে মোর থাকিবে সংহতি॥
যথায় সন্ন্যাস লবে, তথা তিন দিন রবে,
আছে হেন শাস্ত্রে নিরূপণ।
তিন দিন গত হ'লে, মিলিত হ'য়ে সকলে,
বৃন্দাবনে করিব গমন॥
থাক দাদা মম পাশ, যাও তুমি হরিদাস,
হরিভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে।
নগরে করি গমন, হরিনাম বিতরণ,
কর মোর প্রতিনিধি হ'য়ে॥
শুনি হরিদাস রঙ্গে, ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে,
নগরেতে করিল গমন।
হরিনাম দিতে সবে, অতি সুমধুর রবে,
হরিগুণ করেন কীর্ত্তন॥

গীত।

মন প্রাণ খুলে বাহু তুলে, বদনে হরি বল ভাই।
হরিবোল হরিবোল, এমন সুমধুর বোল আর নাই॥

আহা মরি হরিনামে অসীম মহিমা, আগম নিগম বেদে নাহি যার সীমা॥

অসাধ্য সাধন হয় হরিনামে জানি, হরিনামে মৃত্যুঞ্জয়ী হ'লেন শূলপাণী॥

হরিনামে সর্ব্বাপদ শান্তি হয় শুনি, হরিনামে সদা সুখী শুক, নারদ মুনি॥

হরিনামে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে, ধ্রুব, ধ্রুবলোকে গেল হরিনামের ফলে॥

হরিনামামৃত পানে দূর হয় ভব-ক্ষুধা, হরিনামে প্রহ্লাদের বিষ হ'ল সুধা॥

হরি হরি যে বলে তার হরি আজ্ঞাকারী, তার সাক্ষী বলির দ্বারে হরি আছেন দ্বারি॥

তারক ব্রহ্ম এই হরিনাম বিদিত ত্রিলোকে, হরিনামে পরিণামে যায় জীব গোলকে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ হরিনাম বিতরি, পাপী তাপী উদ্ধারিলেন ব'লে হরি হরি॥

মহাপাপী জগাই মাধাই হরিনাম করি, এ ভব-জলধি তারা সুখে গেল তরি॥

হরিনাম ক'রে জীবে তরে ভবসিন্ধু, হরিনামে করে ধরে বামনেতে ইন্দু॥

অবোধ রসিক যদি যাবি ভবে তরি, বদন ভরিয়ে সদা বল "হরি হরি"॥

ত্রিপদী।

তিন দিন অবিরাম, হরিদাস হরিনাম,
বিতরণ করিয়া নগরে।
ল'য়ে হরিভক্তগণ, পুনরায় আগমন,
করিল শ্রীগৌরাঙ্গ গোচরে॥
হেথা প্রভু শ্রীচৈতন্য, যোগে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য,
যোগাসনে বসিয়া আশ্রমে।
সযতনে হৃদিপদ্মে, রাখি হরি পাদপদ্মে,
র'য়েছেন মগ্ন হরি প্রেমে॥
হরিদাস এলে তথা, নিতাই কহেন কথা,
গৌরাঙ্গের ধ্যান ভঙ্গ করি।
হরিদাস এল ভাই, চল বৃন্দাবনে যাই,
গত তিন দিবা বিভাবরী॥
শুনি অতি ত্বরা করি, চলিলেন গৌরহরি,
যথা প্রভু ভারতি গোঁসাই।
প্রণমি বিদায় হ'য়ে, ভক্তগণ সঙ্গে ল'য়ে,
বৃন্দাবনে চলেন নিমাই॥
তখন করিয়া ছল, নিতাই করে কৌশল,
শ্রীগৌরাঙ্গে ল'তে নদীয়ায়।
গোপনে অদ্বৈত-পাশে, পাঠালেন হরিদাসে,

সুসজ্জিত থাকিতে নৌকায় ॥

হেথায় গৌরাঙ্গ রঙ্গে, ভাসি হরি প্রেমতরঙ্গে,

উপনীত হ'ন কাটোয়ায় ।

যতেক রাখাল দলে, বাহুতুলে হরি ব'লে,

গৌরাঙ্গের পিছে পিছে ধায় ॥

একে প্রেমে মুগ্ধ মন, তাহাতে রাখালগণ,

দেখি ভ্রম উপজিল মনে ।

শুধান নিতাই' ঠাঁই, বল দাদা শুনি তাই,

কোথা মোরা এসেছি এক্ষণে ॥

শুনি নিত্যানন্দ কন, আসিয়াছি বৃন্দাবন,

রাখালগণ দেখ ঐ ভাই ।

কিছু দূর গেলে আর, পাবে দেখা যমুনার,

চল স্নান করি যমুনায় ॥

শুনি গৌর হ'য়ে মত্ত, হরি ব'লে করে নৃত্য,

অগ্রসর হন ধীরে ধীরে ।

পিছে পিছে নিত্যানন্দ, আর যত ভক্তবৃন্দ,

উপনীত সুরধনী-তীরে ॥

যত কুলবতী নারী, আসিতেছে সারি সারি,

গঙ্গানীরে স্নান করিবারে ।

তার মাঝে একজন, শ্রীগৌরাঙ্গে দরশন

করি, ডেকে কহিছে সবারে ॥
দেখলো দেখলো সই, ভুবন-মোহন ওই,
হইয়াছে নবীন সন্ন্যাসী।
বদনে বলিছে হরি, অপরূপ আহা মরি,
আঁখিতে না ধরে রূপরাশি ॥

গীত।

অপরূপ আহা মরি মরি, হরি হরি ব'লছে বদনে।
হেন রূপ দেখি নাই নয়নে ॥ (নয়ন জুড়াল জুড়াল, যোগীর রূপ হেরে, (সই রে) দেখ দেখি সখি) ॥
এমন রূপে ডোর কৌপিন পরা, দেখে যায় কি হায় ধৈর্য্য ধরা, করে দণ্ড করোয়া ধরা, এমন কাঙ্গাল বেশে কে সাজালে রে (হায় হায় সখি রে) বুঝি তারা নাই তার নয়নে ! (নৈলে পারে কি, পারে কি, ও রূপে ঐ বেশ দিতে, (সই রে) (নৈলে পারবে কেনে।)
যে দুঃখিনীর ঐ নয়ন মণি, আছে কেমনে হায় সে ধনী, করছে কত হাহাকার ধ্বনি, আছে মণি-হারা ফণীর মত রে, হায় হায় সখি রে, সখি হারাইয়ে ঐ রতনে, (সে তো বেঁচে নাই, বেঁচে নাই, দেহে প্রাণ থাকিতে) (সই রে) আছে জ্যান্তে ম'রে ॥
ভুবন-মোহন যোগীর রূপ হেরে, আমি পড়িলাম বিষম ফেরে, ধরে যেতে পদ না সরে, রসিক যোগীর সঙ্গী হবি যদি রে,

"হরিবোল" বল রে, মম প্রাণ সঁপি ঐ চরণে। (আর কাজ নাই, কাজ নাই, গৃহবাসে থেকে, (হায় রে) হরি হরি ব'লে॥

ত্রিপদী।

এইরূপে নারীগণে, কত কথা কত জনে,
বলি সবে নিজ কাজে যান।
(হেথা) মিতার' ছলনাক্রমে, গৌরাঙ্গ যমুনা ভ্রমে,
গঙ্গা-নীরে করিলেন স্নান॥
হেন কালে অদ্বৈ(ই)ত, হ'য়ে তথা উপনীত,
অতি সমাদর করি কন।
স্বগুণে কৃপা বিতরি, আজি মম গৃহে হরি,
যেতে হবে এই আকিঞ্চন॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ কন, অসম্ভব কি কারণ,
অদ্বৈ(ই)ত কহিছ এক্ষণে।
তব গৃহ শান্তিপুর, হেথা হ'তে বহু দূর,
বল আজি যাইব কেমনে?
শুনে কন অদ্বৈ(ই)ত, তরিতে যাবে ত্বরিত,
এই গঙ্গাতীরে শান্তিপুর।
তবে এ কাটোয়া হ'তে, দূর বটে হেঁটে যেতে,
নৌকা-পথে নহে বেশী দূর॥
গৌরাঙ্গ কহেন সেকি, কাটোয়াতে এসেছি কি?

দাদা যে ব'লেন বৃন্দাবন।
তবে তাঁর কথা ক্রমে, আজি কি যমুনা ভ্রমে,
করিনু গঙ্গায় অবগাহণ ?
কেন দাদা নিতাই হেথা, কহিলেন মিথ্যা কথা ?
শুনি তাহা অদ্বৈ(ই)ত কন।
নিত্যানন্দ বাক্য যাহা, সত্য দেব সত্য তাহা,
যথা তুমি তথা বৃন্দাবন॥
যুক্ত বেণী প্রয়াগেতে, মিশি গঙ্গা যমুনাতে,
যুগ্মরূপে প্রবাহিতা তায়।
গঙ্গা-ভাগ পূর্ব্ব ধারে, যমুনা পশ্চিম পারে,
নিত্যানন্দ মিথ্যা কন নাই॥
আপনি পশ্চিম পারে, সেই যমুনার ধারে,
দাঁড়াইয়া হে আরাধ্য-ধন।
এ মর্ম্ম জানে যে জন, তার কাছে বৃন্দাবন,
ভাবে পূর্ণ ভাবুকের মন॥
এবে কৃপা বিতরণে, ত্বরা তরি আরোহণে,
মমালয়ে-হ'য়ে অধিষ্ঠিত।
অকিঞ্চনের আকিঞ্চন, পূর্ণ কর নারায়ণ,
যেন মোরে ক'র না দুঃখিত॥
জানি আমি চিরদিন, তুমি হরি ভক্তাধীন,

শুনি তাহা গৌরাঙ্গ তখন।
চল যাই ব'লি মুখে, "হরি হরি" বলি সুখে,
নৌকায় করেন আরোহণ॥
করি সবে হরি-ধ্বনি, আনন্দে ছাড়ে তরণী,
শান্তিপুরে যান ত্বরান্বিত।
ভক্তগণ ল'য়ে সঙ্গে, গৌরাঙ্গ পরম রঙ্গে
অদ্বৈ(ই)ত-বাসে উপনীত॥
গৌরাঙ্গ আইল শুনি, বাল বৃদ্ধ কি রমণী,
দরশনে আসে সর্ব্বজন।
আসি অদ্বৈ(ই)ত-বাসে, আনন্দ-সলিলে ভাসে,
শ্রীগৌরাঙ্গে করি দরশন॥
করি বহু আয়োজন, মহাপ্রভুকে ভোজন
যতনে করান অদ্বৈ(ই)ত।
আনিতে শচী মাতায়, তরি ল'য়ে নদীয়ায়,
হরিদাস চলিল ত্বরিত॥
শান্তিপরে শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রুত মাত্র সে প্রসঙ্গ,
শচীমাতা হ'য়ে আনন্দিতা।
বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে করি, নবদ্বীপ পরিহরি,
শান্তিপরে হন উপনীতা॥
সায়ং সন্ধ্যা করি সাঙ্গ, ভক্তসহ শ্রীগৌর-

করিছেন হরি-সংকীর্ত্তন।

হেন কালে শচীমাতা, হ'য়ে তথা উপনীতা,
পাইলেন নিমার' দর্শন ॥
আনন্দাশ্রু বিগলিত, পুলকে পূর্ণিত চিত,
বসেন নিমাই কোলে করি।
হেরে গৌরচন্দ্র-মুখ, দূরে গেল মনোদুঃখ,
সঘনে বলেন "হরি হরি" ॥

গীত।

বল রে বল, সবে বল রে বল "হরি হরি," গৌরহরি পেয়েছি কোলে। হ'য়ে সদয় হরিলেন হরি দুঃখিনীর দুখানলে ॥ বল রে সবে "হরি হরি," মধুস্বরে বদন ভরি, আমরি মরি, (প্রাণ জুড়াল জুড়াল রে, গৌরহরি পেয়ে) আমি হারা-ধন পেয়েছি আজি, সদা "হরি হরি" ব'লে ॥ এসেছ মা শান্তিপুরে, তায় মনোদুঃখ দূরে, গ্যাছে নিমাই হেরে, আমি পারি কৈ, পারি কৈ মা, শান্তিপুরে যেতে, ল'তে রসিকে ঐ শান্তিপুরে দে মা তোর নিমায়ে ব'লে ॥

সম্পূর্ণ।